নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮, দাম -২টাকা
REGD.RNI NO.-WBBEN/2011/41525

পরিবেশ বিষয়ক সাময়িক-

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা-
নারী নিপীড়ন

আগামী জানুয়ারি সংখ্যায় থাকছে •
পরিবেশ বান্ধব উদ্ভিদ
নিম

অষ্টম বর্ষ, ৯ম ও ২য় সংখ্যা
(প্রকৃত-৯৯তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও পঞ্চম সংখ্যা)

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা - নারী নিপীড়ন ★ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ★ প্রতি মিনিটে বিক্রি হচ্ছে এক নারী বা এক কন্যা ৩
★ বাসন্তীতে শিশু সাহিত্য উৎসব - দেবানন্দ দাস ৪
★ বাসন্তীতে নারীপাচার রোধে কর্মশালা - চন্দন মহাকুড় ৪
পরিবেশ ঃ ★ পরিবেশের জন্য ভাবনা ৫
বিজ্ঞানের খবর - ২৫ ঃ
★ চালু হল ওয়াটার এটিএম ★ জল নিরোধক শাড়ি ★ বজ্রপাত ঠেকাতে মার্কিন টাওয়ার ৬
অলৌকিক - ২২ ঃ ★ চার হাত পা দিয়ে একসঙ্গে লিখতে পারে ৬
এখনও মেয়েরা-২৬ ঃ
★ ফর্সা শিশু জন্মানোয় খুন ★ বউ ভাড়া দিয়ে উপার্জন ★ পণ না পেয়ে বধূ খুন ★ পণের দাবিতে বধূকে পোড়ানোর চেষ্টা ৭
বাংলাদেশ - ২১ ঃ
★ একুশের ঢাকায় কোনও আবরণ নেই হিজাবের ★ বাংলাদেশে চালু হল দেশের প্রথম রোবট রেস্টুরেন্ট ৭
শিক্ষা - ৯ ঃ ★ খেলার ছলে অঙ্ক শেখান ৮
নীতিবিজ্ঞান - ২৩ ঃ ★ প্রথম বাংলা কোরান ৮
প্রশ্ন-উত্তর - ২৮ ঃ ৮
শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা - ২৫ ঃ
★ মহরমের সম্প্রীতির রক্তদান মেলা ★ বাবা-মার মৃত্যুর ৪ বছর পর জন্ম ★ বিশ্বে ২৩০ কোটি মানুষের টয়লেট নেই ★ সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান দেশ স্পেন ★ দীর্ঘায়ুদের রহস্যময় দ্বীপ ইকারিয়া ★ ফোনে গেম খেলে অন্ধ ৯
ডেনমার্ক - ২৫ ঃ ★ ঐতিহ্যেসর রেস্তরাঁ দি ডেনমার্ক ট্যাভার্ন ৯
উদ্ভিদ ও চাষবাস ঃ
★ দধিলতা (৪১) - ড. সুভাষ মিস্ত্রী ★ বাসন্তীর নফরগঞ্জে কৃষি পাঠশালা ★ ধনেপাতা বেশি খাবেন না ★ উপকারী পতঙ্গদের বাঁচাতে কীটনাশক ১০
পকেটমার থেকে বাঁচতে - ৩৪ ঃ
★ ভন্ড প্রেমে ঠকেছেন ১০০ প্রেমিকা ★ প্রতারক 'বর' গচ্চা ৭ লাখ ১০
কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ - ২৬ ঃ
★ বিড়ালের পুলিশে চাকরি ★ ছাগলে কিনা খায় ★ বেশিদিন বাঁচতে চাইলে কুকুর পুষুন ★ হোলকোসেফালার শিকার রহস্য ★ জুরাসিক যুগের হাঙর ★ নিঃসঙ্গ পাখির মৃত্যু ১১
গৃহিনীদের টিপস্ - ৩৮ ঃ
★ আলুভাজা মুচমুচে ১১
সুস্থ থাকার টিপস্ - ৮৬ ঃ
★ দশটি মর্নিং মিসটেক ১১
সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ খবর ঃ জুন ২০১৮ ১২
সুন্দরবনের বাঘ ঃ জুন ২০১৮ ১৩
সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ জুন ২০১৮ ১৩
সাহিত্য সংস্কৃতি-১৮ ঃ
★ বাসন্তীতে বস্ত্র বিতরণ ★ বাসন্তীতে ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগে ফুটবল ১৪
★ কবিতা ঃ রায়মঙ্গল ★ ওগো মা ★ দোলপূর্ণিমা ★ কেমন আছো রানু? ★ প্রকৃত বন্ধু ★ আত্মরক্ষা ★ বসন্তের সুবাস ১৪
আইনি অধিকার - ২৫ ঃ
★ ৪৯৮এ ধারার অপব্যবহারে এবার লাগাম ★ হনলুলুতে রাস্তায় স্মার্টফোন নিষিদ্ধ ১৫
জীবিকা - ৭ ঃ
★ মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় ভ্যাট ১৫
টুকরো খবর ঃ
★ পুজোর খরচ বাঁচিয়ে সমাজসেবা ১২
★ ব্রাজিলের দ্বীপে ১২ বছর পর শিশুর জন্ম ★ হাঙ্গেরির আশ্চর্য ভাসমান গ্রাম বকোড ★ দেবতাদের সম্পত্তি ১৫
নারী নিপীড়ন সম্পর্কিত ঃ
এ কেমন সভ্য দেশ! যেখানে কিশোরী বৈষম্যের শিকার ৩
সন্ধ্যে নামলেই ঐ গ্রামের সব মহিলাই পতিতা ৪
বউ কেনাবেচা হরিয়ানায় ৫
মানব পাচার বিরোধী সচেতনতা অভিযান ★ বিপন্ন মেয়েরা ৬
ভারতের মহিলারা বিশ্বে ১৪১ নম্বরে ৭
মহিলাদের উপর ফতোয়া ৮
ভারতে প্রতি ৩ জনে একজন মহিলা যৌন নিগ্রহের শিকার ৯
মহিলাদের মানুষের মর্যাদা নেই ১০

সম্পাদকের কথা

অষ্টম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা (প্রকৃত ১১তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা)

আন্তর্জাতিক নারী নিপীড়ন বিরোধী দিবস

★ ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নিপীড়ন বিরোধী দিবস। এই দিন নারীদের মূল স্লোগান - 'আমি যেন রাস্তায় রাতে নির্ভয়ে হাঁটতে পারি।' প্রতিদিন নারীরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। যখন মহিলারা পরিবারের নির্দিষ্ট কাজের বাইরে কোন কিছু করতে চান, তখন চরম বাধার সম্মুখীন হন। নিপীড়নের শিকার হন। এর বিরুদ্ধে নারীগণ দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালাচ্ছেন। নারীদের দক্ষতা জ্ঞান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিপীড়নের শিকার। এর বিরুদ্ধে নারীগণ দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালাচ্ছেন। নারীদের দক্ষতা জ্ঞান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন - রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে ও নিজ গৃহে। এখনো স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারছেন না। তাঁদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হয়। সুতরাং রাজ্য ও দেশের দায়িত্ব নারীদের নিরাপত্তা দেওয়া, যাতে তাঁরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারেন।

আইনের পরিবর্তন : ৩০ বছর আগে কিরণজিৎ আলুওয়ালিয়া এক পাঞ্জাবী গৃহবধূ স্বামীর পায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আগের রাতে স্বামী তার মুখে ঠেসে ধরেছিলেন গরম ইস্ত্রি। তাতেই ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছিল। বহু বছর নির্যাতন সহ্য করছিলেন। কিরণজিৎ স্বামীকে মেরে ফেলতে চাননি। শুধু পা দুটো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন যাতে **এরপর ৭ পাতায়**

যে যা বলে বলুক, একথা ভাববেন না যে, ঈশ্বর দূতরূপে আমেরিকাকে বেছে নিয়েছেন যেন তারা বিশ্বের উপর পুলিশি করতে পারে — মার্টিন লুথার কিং

সম্পাদকীয়

প্রতি মিনিটে বিক্রি হচ্ছে এক নারী বা এক কন্যা

★ কোহিনুরকে ১৭ বছর বয়সে পাচারকারীরা দিল্লীর এক কোঠিতে বিক্রি করে দেয়। এখন ৩৫, অসুস্থ, ফলে মালকিন বার করে দিল। সে সুন্দরবনে ফিরে আসে। মা খুশি হলেও বাবা তাড়িয়ে দিল লোকলজ্জার ভয়ে। এক এনজিও আশ্রয় দেয়। সে এখন এনজিও কর্মী। কোনক্রমে বেঁচে আছে। ধন্যবাদ এইসব এনজিওদের। পঃবঃ থেকে বছরে গড়ে ২৫০০ নাবালিকা অভাবের তাড়নায়, বাঁচার তাগিদে, অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে প্রলোভনে ভুলে ঢুকে পড়ছে অন্ধ গলিতে। নেপাল, বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে অসংখ্য নাবালিকা। এখানে কেউ থাকছে। বাকিরা পাচার (বিক্রি) হয় দিল্লী, মুম্বাই। এভাবে হাত ফেরা হয়ে গরু ছাগলের মত বিভিন্ন হাটে ছড়িয়ে পড়ছে। নারী পাচারে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। ২০০৯এ এই রাজ্য থেকে নিখোঁজ হয়েছে ২৫০০ নাবালিকা। সরকার এই নাবালিকাদের পণ্যের মত বিক্রি হওয়া কোনভাবেই ঠেকাতে পারছে না। বামফ্রন্ট সরকার পারেনি নারী পাচার বন্ধ করতে। প্রধান কারণ দারিদ্র ছাড়াও পাচারকারীরা প্রশ্রয় প্রায় নেতা-প্রশাসন থেকে। ভারতের ৩৭৮টি জেলা থেকে পাচার হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা থেকে সর্বাধিক। দালালদের শিকার সবচেয়ে বেসি নাবালিকা ও বিধবারা। বহু বিধবা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়ছে। সরকার উদাসীন। একমাত্র এনজিওরা এদের বাঁচাতে পারে। এছাড়া নাবালিকা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বড় বড় বাড়িতে ঝি হিসাবেও। বহু মানুষের পেশা এই ঝি সাপ্লাই দেওয়া। উপার্জন লক্ষ লক্ষ টাকা। ২০০৯এর ২৫ মে আয়লায় সুন্দরবনের জনপদগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর এখান থেকে নারী পাচার কয়েকগুণ বেড়ে গেছে, কারণ অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, মাঠে ধান নেই, বাগানে আনাজ নেই, সবই নোনায় শেষ। বাম সরকার কিছু করেনি। যদিও গত এই কয়েক বছর এইসব আয়লা বিধ্বস্ত এলাকায় খাদ্যের ব্যবস্থা অবশ্যই করা যেত। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর ২০১০এর রিপোর্ট — ১) ভারতে ৭৮টি মেয়ে বিক্রি হয়েছে দেহ ব্যবসার জন্য। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪৮। ২) নাবালিকা দেহ ব্যবসার জন্য কেনা হয়েছে দেশে ৬৭৮। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০০। ৩) মেয়ে বিক্রি ভারতে ১৩০, এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১১৫। পশ্চিমবঙ্গে দেহ ব্যবসার জন্য গ্রেপ্তার ৫৬। এসবই নথিভুক্ত কেশ। নথিভুক্ত হয়নি এমন ঘটনা নিশ্চয়ই এর কয়েকগুণ বেশি। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে প্রথম দিকে। বহু মানুষ এই ব্যবসায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যুক্ত। ৮ মার্চ কেবল বাহ্যিক ঘটনা করে এভাবে 'নারি দিবস' পালনের যৌক্তিকতা কোথায়? একমাত্র সমাধান নারী পাচারকারী ধরা পড়লে। এই মামলা অবশ্যই ৩ মাসের মধ্যে শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা হোক।

এ কেমন সভ্য দেশ! যেখানে কিশোরী বৈষম্যের শিকার

★ **দীপিকা বিশ্বাস ঃ** দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি কোথায় বলুনতো? না আমেরিকায় নয়। দুবাই-এ। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ২ বর্গকিমি এলাকার উপর ৪০০ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে এই ১৬০ তলা ৮১৮ মিটার উঁচু বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। 'বুর্জ দুবাই' নামের এই সর্বাধিক উঁচু বাড়িটি সম্পূর্ণ হয় গত ৪ অক্টোবর ২০০৯। দুবাই বিশ্বের ধনী দেশগুলোর একটা, বিনা পরিশ্রমে ধনী। ধনী পেট্রোল ভাণ্ডারের জন্য। বিশ্বের বিনোদন দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। এক অন্য স্বপ্নের জগতের হাতছানি। আমাদের বলিউডের সদস্যদের সঙ্গে দুবাইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কিন্তু একটা কথা চালু আছে আলোর নিচে অন্ধকার। কলকাতার মধ্যে আছে আর এক কলকাতা। তেমন বিশ্ববাসী দেখল দুবাইয়ের ভিতর দেখা আর এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার দুবাই। যেখানে আধুনিকতা কেবলমাত্র বাইরের বিশ্বকে দেখানোর। কিন্তু ভিতরে প্রবল মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি যা আজও মাঝে মধ্যে প্রকাশে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত, লজ্জিত। ধর্মীয় গোঁড়ামি এত গভীরে যে মাত্র ১৩ বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে সহ্য করতে হল অমানসিক, অমানবিক অকথ্য যন্ত্রণা। কারণ সে মেয়ে। কারণ ঐ স্কুলছাত্রী স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছিল। এই সাংঘাতিক অপরাধের উপর আরও একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ সে করে ফেলে - তা হল ঐ মোবাইল ফোনে ক্যামেরা ছিল। সুতরাং এমন অন্যায় ক্ষমার অযোগ্য। ধর্মরক্ষকরা প্রতিবাদে মুখর। বিচার স্কুলে হল না। বিচার হল আদালতে। আদালতে তাৎক্ষণিক রায়ে সহপাঠীদের সামনে গুণে গুণে ৯০ ঘা বেত মারা হল যাতে অন্য ছাত্রীরা আর মোবাইল না আনে। এতেও ছাড় নেই এরপর ঐ ছাত্রীর হল দুমাসের কারাদণ্ড। ২০১০ এর জানুয়ারি মাসে এমন বর্বরতার সম্মুখীন হলাম আমরা। এখনও মেয়েদের জীবন কেমন, এ তারই এক জ্বলন্ত ছবি। কি দাম এমন উঁচু প্রাসাদ, বাহ্যিক আধুনিকতা, নিশিযাপন। কি দাম এত অত্যাধুনিক জীবনযাপনের কথা পৃথিবীকে শোনানোর, জানানোর। এরা মেয়েদের পূর্ণ মানুষের মর্যাদা দেয় না। কেন না যদি ঐ মোবাইল ১৩ বছরের কোন স্কুল ছাত্রের কাছে পাওয়া যেত তার প্রতি এই আচরণ রাষ্ট্র করত না। বিশ্ববাসী নারীর উপর জঘন্য অত্যাচার প্রত্যক্ষ করলো। কিন্তু কেন নেই কোন প্রতিবাদ? এখন মোবাইলের যুগ। বিশ্বে মোবাইলের মত এত জনপ্রিয় প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় বস্তু নেই। এই মোবাইল সূত্রে আজ আমাদের হাতের মুঠোয় পৃথিবী। মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারি হাজার মাইল দূরে থাকা বন্ধু আত্মীয়ের কাছে। জেনে নিতে পারি বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাওয়া বর্তমান-অতীত ঘটনা। আমরা এখন বিশ্ব নাগরিক। পৃথিবীর যেকোন কোণে ঘটা বর্বরোচিত, অমানবিক, পাশবিক, মধ্যযুগীয় ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববাসী এক হোক, প্রতিবাদে মুখর হোক। কেবল প্রতিবাদ নয়, এর প্রতিকারে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। আসলে হাজার হাজার বছর ধরে অশিক্ষা কুশিক্ষা ও পরিবর্তন বিমুখতার ফল এই মধ্যযুগীয় আচরণ। আগামীদিনে যে এমন মধ্যযুগীয় আচরণের পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু নারীকে তার সম্মান দিতে হবে। নারীকে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা দিতে হবে। এইসব ধর্মচারিত দেশে নারী পুরুষের জন্য সমান অধিকারের, সম আইন চাওয়া নিশ্চয় বাতুলতা নয়। এর জন্য নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। যদি ধরে নেওয়া যায় পুরুষরা মহিলাদের স্বাধীনতা দেবেনা তাহলে তারা কি আরও ১০০ বছর ধরে ধর্মের নামে এই বঞ্চনা সহ্য করে যাবে?

১৬০ তলা বাড়ি না বানিয়ে, পাঁচতারা হোটেলে নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ না করে, বিনোদনের পিছনে না ছুটে, নিজেদের স্টেডিয়ামে পৃথিবীর তাবোড় তাবোড় খেলোয়াড়কে না এনে, বাহ্যিক আধুনিকতা না দেখিয়ে, একবার মানব সভ্যতার দিকে তাকান। সভ্য হতে হবে অন্তরে ও বাহিরে।

বাসন্তীতে শিশু সাহিত্য উৎসব

দেবানন্দ দাস ঃ দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে সুন্দরবনের বাসন্তীতে হল শিশু কবি সাহিত্যিকদের বার্ষিক শিশু সাহিত্য উৎসব গত ৩০ সেপ্টেম্বর। আয়োজক - সোনারপুর বঙ্গ শিশুসাহিত্য অঙ্গন। এনজিও জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের সভাগৃহে এই উপলক্ষে এসেছিলেন ৭০ জন কবি সাহিত্যিক। 'শিশু সাহিত্যে আজকের শিশুদের ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করেন কবি নির্মলকুমার সামন্ত। বক্তব্য রাখেন গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় ও শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী। প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক প্রভুদান হালদার কবিদের কিছু যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। প্রকাশিত হয় সংস্থার মুখপত্র 'সোনালি স্বপ্ন', উৎসব সংখ্যা ২০১৮। একন মহিলাসহ ৬ জন কবি সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সঞ্চালনায় মন কেড়ে নেন নিমাইচন্দ্র মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান কবি সুবলচন্দ্র নস্কর।

বাসন্তীতে নারীপাচার রোধে কর্মশালা

চন্দন মহাকুড় ঃ সুন্দরবন এলাকা এখন নারী পাচারের শীর্ষে। বিশেষ করে বাসন্তী গোসাবা। আয়লার পরে এখানে মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে। কাজ নেই। এই অভাবের সুযোগ নিয়েছে নারী পাচারকারীরা। কাজের লোভে বা খাদ্যের লোভে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখানকার মেয়েদের। বিয়ের টোপ তো আছেই। ঐ সময়ে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে নারী পাচারের বিরুদ্ধে বাসন্তীর এনজিও জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় পৃথ্বিরাজ হালদার (যুগ্ম অধিকর্তা, জেলা কর্ম বিনিয়োগ) বলেন, মহিলারা অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের ক্ষমতায়ন জরুরি। ব্যবসায় ঋণের জন্য আবেদন করলে তিনি সাহায্য করবেন। বেকারদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিতে হবে। জেজিভিকে থেকে প্রশিক্ষণ নিলে সরকারি শংসাপত্র পেতে সাহায্য করবেন। ভগবতী মণ্ডল (সদস্য মহিলা কমিশন) নিপীড়িত মহিলারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট-এ কিভাবে সুযোগ পাবেন বলেন। ডেনমার্কের সংস্থা আইজেএফের সভাপতি গণেশ সেনগুপ্ত বলেন, নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকা অনুচিত। ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে উভয়কেই অংশ নিতে হবে। ডেনমার্কের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির পরিবেশ গবেষিকা প্রিস্টিনা মার্কার বলেন, ডেনমার্কের মেয়েরা অধিক ক্ষমতাশালী ও সব কাজে বেশি জড়িত। এখানেও এটা হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য গোষ্ঠীবদ্ধতা একান্ত জরুরি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন তাপস ভাওয়াল (মহকুমা তথ্য আধিকারিক), কাজল বিশ্বাস (অতিরিক্ত কোষাগার আধিকারিক, ক্যানিং), সন্দীপ সিংহ রায় (মহকুমা তথ্য দপ্তর) ও শিক্ষক শিরোমনি পান্ডা প্রমুখ। জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সভাপতি বিশ্বজিৎ মহাকুড় বলেন, সমাজে মিশে থাকা দুষ্কৃতিরা এলাকায় মহিলাদের যেভাবে পাচার করে দিচ্ছে, এই বিষয়ে সরকার ও এনজিওদের আজ কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।

সন্ধ্যে নামলেই ঐ গ্রামের সব মহিলাই পতিতা

★ সাহানওয়াজ সরদার ঃ কারণ, এই গ্রামের ব্যবসায়িক নাম নারী। আর্থিক নির্ভরশীলতার নাম নারীর দেহ। ৪০০ বছরে প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে এই গ্রামে এখনও চলে দেহব্যবসা।

গ্রামের প্রতিটি নারী এই দেহব্যবসায় নাম লেখাতে এখন অভ্যস্ত। কারণ এটাই পরিবারের রুজি রোজগারের একমাত্র পথ। ৫১ বছরের চন্দ্রলেখা ১৫ বছর বয়সেই বারবনিতায় পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে, গ্রামের এই জঘন্য প্রাচীন প্রথাকে বন্ধ করার পক্ষে আওয়াজ উঠিয়েছেন তিনি। চন্দ্রলেখা জানাচ্ছেন, গ্রামের মূল সমস্যা শিক্ষার অভাব। তাই গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা দিতে তৎপর হয়েছেন। তবে, এখনও দেহ ব্যবসাকে কায়েম রাখার চাপ আসছে প্রতিমুহূর্তে। লক্ষ্ণৌ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নটপুরওয়া। ৪০০০ গ্রামবাসীদের নিয়ে গঠিত এই গ্রাম মূলত নাট সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। যাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামের মেয়েদের দেহব্যবসায় নিয়োজিত করাটা খুব পরিচিত ঘটনা ছিল। যা বর্তমানেও সমানভাবে কায়েম রয়েছে। সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত আর পাঁচটা গ্রামের মতই স্বাভাবিক চিত্র বজায় থাকে এই গ্রামে। এই গ্রামের মহিলারা অনেকবার গর্ভবতী হন। জন্ম হওয়া শিশুদের বাবার পরিচয় না থাকার জেরে মহিলাদের জীবন আরও দুঃসহ হয়ে উঠছে। গ্রামেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪৫ জন পড়ুয়া নিয়ে জীবনের নতুন লড়াই শুরু করেছেন চন্দ্রলেখা। চন্দ্রলেখার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সমাজকর্মী সন্দীপ পাণ্ডে। বিভিন্ন মহিলা স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের একত্রিত করে তাদের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ নিয়ে এগোচ্ছেন পাণ্ডে। ঘরে মা, বোনদের দিয়ে দেহব্যবসা করে নিজেদের পেটের খিদে মেটায় এই গ্রামের পুরুষ। দেহব্যবসার পথকে ছাড়তে চাইছে না গ্রামের মহিলারাও। রোজগারের এই একটাই পথ, যদি সেটাও চলে যায় তাহলে তাদের সন্তান অভুক্ত থাকবে। বাবার পরিচয়হীন এই সন্তানদের জীবনযুদ্ধের দায়ভার যে সেই মায়ের উপরই বর্তায় তা মেনে নিয়েছেন এই গ্রামের মহিলারা। এই গ্রামের মেয়েদের বৈবাহিক জীবন বলে কিছু নেই বলে জানাচ্ছেন তিনি। বিয়ে যেখানে সমাজের পরিচিত প্রথা, সেখানে নটপুরওয়া গ্রামের মহিলাদের কাছে বিয়ে সমাজ থেকে বন্ধনমুক্তির পথ। এই গ্রামে থেকে বিয়ে হওয়া অসাধ্য জেনেই ক্রমশই পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই গ্রামের মহিলারা। নিশ্চুপ গ্রামের পুলিশ থেকে প্রশাসন। কারণ, প্রশাসনের কর্তারাই যে প্রতিদিনের গ্রাহক। তাই কোনওদিনই প্রশাসনিক তৎপরতায় এই গ্রাম থেকে দেহব্যবসা দূর হবে না বলে জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। তবে এরই মধ্যেই গ্রামবাসীদের ব্যতিক্রমী আলোর পথ দেখাচ্ছেন চন্দ্রলেখা। জানাচ্ছেন, আমার স্বপ্ন এই গ্রামে মেয়েদের জন্য কলেজ হোক। একদিন তা হবেই।

পরিবেশ

পরিবেশের জন্য ভাবনা

গত সংখ্যার পর

★ গ্রিন হাউজ প্রভাব কি? – যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), মিথেন (CH_4), জলীয় বাষ্প (H_2O) এবং ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন ইনফ্লায়েড রশ্মিকে শোষণ করে। এই গ্যাসীয় অণুরা ইনফ্রায়েড রশ্মিকে শোষণ করার ফলে বায়ুমণ্ডলে কিছুটা তাপ আটকে পড়ে। সবটুকু মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না। এরই ফলে ভূপৃষ্ঠ ও তৎসংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে জীবকুলের বেঁচে থাকার পক্ষে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একেই গ্রিন হাউস প্রভাব বলে।

ওজোন স্তর ধ্বংসে CFC এর ভূমিকা – বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা CFC অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙে দিয়ে মুক্ত ক্লোরিন (Cl) পরমাণুতে পরিণত হয় যা প্রবল বিক্রমে অণুঘটকীয় ক্রিয়াকৌশলে ওজোন স্তর ক্ষয় করে চলে।

গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাগুলি হলো – গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হল– ক) জীবাশ্ম জ্বানির দহন যথা সম্ভব কমাতে হবে। (খ) সৌরশক্তি বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, ভূ-তাপ শক্তির মতো অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দরকার। (গ) নিবিড় সবুজায়ন ঘটানোর দরকার। (ঘ) নির্বিচারে অরণ্য নিধন বন্ধ করা প্রয়োজন। (ঙ) CFC উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। (চ) সর্বোপরি জনসচেতনতা বাড়ানো দরকার।

জীবাশ্ম জ্বালানী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা – শক্তির ক্রমবিকাশ ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে মেটানো হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এগুলি হল অনবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস এবং এগুলির ভাণ্ডার সীমিত। বহু মিলিয়ন বছর ধরে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই জীবাশ্মগুলি সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে এই জ্বালানিগুলি সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে এই জ্বালানিগুলি সংরক্ষণ করা দরকার। যদি আমরা এখনকার মতো বিপজ্জনক হারে এই জ্বালানিগুলি ব্যবহার করতে থাকি তাহলে খুব শীঘ্রই শক্তির অভাবে সভ্যতা স্তব্ধ হয়ে যায়।

কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের নাম, যেগুলি ওজোন গহ্বর সৃষ্টির জন্য দায়ী – মানুষের দ্বারা পরিবেশে মুক্ত হওয়া ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) বা ক্লোরিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ যেমন নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2) ইত্যাদি গ্যাসগুলি ওজোন গহ্বর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর সম্ভাব্য উপায়গুলি – উপায়গুলি নিম্নরূপ – ক) কাঠকয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর অতিরিক্ত জোগান কমাতে হবে। (খ) চোরাই কাঠ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং বনভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। (গ) বনসৃজন করতে হবে। ফলে গাছপালা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত অধিক পরিমাণে CO_2 গ্যাস শোষণ করবে (খাদ্য প্রস্তুতির জন্য)। (ঘ) অপ্রচলিত শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। (ঙ) ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের (CFC) ব্যবহার কমাতে হবে।

বউ কেনাবেচা হরিয়ানায়

★ রাজারাম গোমস্তা ঃ হরিয়ানায় প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা ৮৩৪। এখানে বধূ হিসেবে কদর বেশি বাইরে থেকে আসা কিশোরী যুবতীদের। এদের নাম 'পারো'। গড়ে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে আনা হয়। কয়েক বছর ঘর সংসার করে আবার বিক্রি করে দেওয়া হয়। এদের সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয়। গরুদের দেখাশোনা, দুধ দোওয়া আর সন্তান উৎপাদন করা। তিনবার, চারবার হাত বদল ও ঘর বদল হয়েছে এমন মেয়ের সংখ্যা বেশি। কোনও 'দিদি' মারফত বউ খরিদ করার পর ওই কিশোরী চলে যায় ঘুঙ্ঘটের আড়ালে। সেখান থেকে পরিত্রাণের কোনও পথ নেই। হরিয়ানার মেওয়াত জেলা, এখানকার মানুষরা জানেন এই ভাড়াটিয়া বধূদের কথা। এদের কোনও সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া হয় না। দুটি, তিনটি বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর আবার বেচে দেওয়া হয়। কোথাও আবার বরের ভাইদেরও মনোরঞ্জন করতে হয় একই পরিবারের মধ্যে থেকে। শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ তারপর অসম। হরিয়ানায় 'পারো'দের মধ্যে পশ্চিমবাংলা, অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের কিশোরীদের সংখ্যা বেশি। কিশোরী বিহিদা কলকাতা হয়ে এখানে এসেছে। মেওয়াত জেলার কিরানজ গ্রামে বিহিদার ১১ সন্তান। এখন রয়েছে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে। ২৫ বছর ধরে সে জানে না তার বাবা-মা বেঁচে আছে কিনা। বিহিদা জানায়, ১৩ বছরে সে হাওড়া ব্রিজ দেখেছে হরিয়ানা আসার আগে। তার বিয়ের সময় একটা কাগজে সই করিয়ে রাখা হয়। বেশিবার স্বামীবদল করতে হয়নি বলে সে কিছুটা গর্বিত। ঋষিকান্তকে বিহিদা জানায়, নিজের পরিবারকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। আমাকে নিয়ে যাবা? জাঠ প্রধান এই এলাকা সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক। এরা সংসারের প্রয়োজন মেটায়। সংসারের পুরুষদের প্রয়োজন মেটায় আর বিনিময়ে কী পায়? নেই কোনও ভালোবাসা, সম্মান ও অধিকার। মুসলিম কিশোরীদের যাদের হিন্দু সাজিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তারা পরিচয় গোপন করেই থাকছে আতঙ্কে। লুকিয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করলে তাদের কপালে দুঃখ আছে। এখানে এসে একবার ঘুঙ্ঘট পরে নিলেই লাইফ স্টাইল পরিবর্তন হয়ে যাবে। গায়ের রং ফর্সা হলে কোথাও দাম ওঠে এক লাখ টাকা পর্যন্ত। গৌশিয়া নিজে হায়দরাবাদের মেয়ে। 'পারো'র জীবন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গৌশিয়ার মতে, আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমরা একা পারছি না। এখানকার বহু বয়স্ক মানুষ, মত্ত ও নেশাপ্রিয় মানুষ অনেকেই হিংস্র। বিশেষ করে স্ত্রী হারা মানুষরা বাইরের রাজ্যের অস্থায়ী বধূর সন্ধানে অর্থ ব্যয় করতে তৈরি। ফিরোজপুরে নিজের বাড়িটাকে আশ্রয় কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে। প্রশাসন তাকে জেলার লিগাল অথরিটির সদস্য বানিয়েছে। তাঁরা চেষ্টা করছেন ফাঁদে পড়া কিশোরীদের উদ্ধার করতে। নিজে একজন 'পারো' হলেও স্বামীর সাহায্য পাচ্ছেন তিনি। নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবছেন যে, অন্যান্য পারোদের মতো আট-ন'বার বিক্রি হতে হয়নি তাকে। রয়টারের সাংবাদিক সম্প্রতি রিপোর্টে লিখেছেন, ভারতবর্ষ বিশ্বে মহিলাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অ-সুরক্ষিত দেশ। মহিলাদের নামের সঙ্গে 'মাতা' সম্বোধন করা হয় যে দেশে, সেখানেই নারী পাচার অত্যাচার জোরপূর্বক বিবাহ ও যৌনদাসী বানানো হচ্ছে বেশি। হরিয়ানা বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই 'পারো'দের সংখ্যা নিয়ে সঠিক কোনও তথ্য নেই। তবে প্রতিটি গ্রামেই জোর করে বিবাহ দিয়ে 'পারো' বানাবার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। চাকলা গ্রামের খাপ পঞ্চায়েত নেতা ওমপ্রকাশ ধানকার অদ্ভুত কথা শোনালেন এই বিষয়ে। বললেন, বাইরের রাজ্যের বিয়ে করায় অন্যায় কেন খোঁজা হচ্ছে। পরিবারে ভাইদের কাছে বউ বিক্রি করে দেওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায়ও নেই। মহাভারতের উদাহরণ টেনে বললেন, দ্রৌপদিরও পাঁচজন স্বামী ছিল। খাপ পঞ্চায়েতের এই নেতা স্বীকার করলেন তাঁদের এখানে প্রতি তিনটি পরিবারের মধ্যে একটিতে 'পারো' রয়েছে।

বিজ্ঞানের খবর-২৫

চালু হল ওয়াটার এটিএম

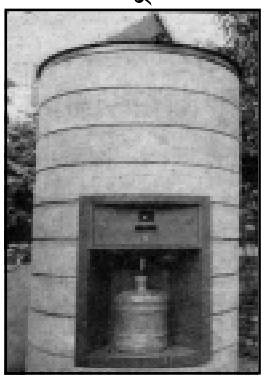

★ গড়িয়াহাটে চালু হল ওয়াটার এটিএম। এক টাকায় এক লিটার জল। মেশিনে এক টাকার কয়েন ফেললেই মিলবে এক লিটার পরিশুদ্ধ পানীয় জল। চাহিদা বাড়ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বোতল জল হল 'প্রাণ-ধারা' প্রকল্প। এখন বিক্রি হচ্ছে ১ লক্ষ বোতল। তাই ১১টি প্লান্টে প্রাণধারা উৎপাদন করবে রাজ্য সরকার। **(১৬.১০.১৫)**

জল নিরোধক শাড়ি

★ মহিলাদের উন্মুক্ত স্থানে স্নানের পর সিক্ত বস্ত্র গায়ে লেপ্টে যায়। মহিলাদের স্বাভাবিক লজ্জা দূর করেছে 'হামাম সংস্থা', জলনিরোধক শাড়ি আবিষ্কার করে। কুম্ভ মেলায় মুক্ত অবস্থায় স্নান সেরে মহিলারাও খুশি। **(১২.২.১৯)**

বজ্রপাত ঠেকাতে মার্কিন টাওয়ার

★ বজ্রপাতে মৃত্যু রুখতে মার্কিন টাওয়ার বসাবে রাজ্য। ঝড় বৃষ্টি হলেই বজ্রপাত এরাজ্যে নিয়মিত ঘটনাও। তাই মার্কিন সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ মিলিয়ে মোট ৮ জায়গায় 'বিশেষ যন্ত্র এবং টাওয়ার' বসাবে। এই নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে বজ্রপাতের পূর্বাভাষ অন্তত দুই ঘণ্টা আগে জানা যাবে। এলাকার মানুষকে কুইক ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। **(১৬.১১.১৭)**

মানব পাচার বিরোধী সচেতনতা অভিযান

মানব পাচার ঃ দারিদ্র, অশিক্ষা বা অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে কিছু দালাল চক্র শিশু ও নারীদের ভালো বেতনের কাজের লোভ দেখিয়ে কিংবা বিয়ের নামে বাইরের রাজ্যে বা বিদেশে বিক্রি করে দেয়। এদের মধ্যে অধিকাংশের ঠিকানা হয় নিষিদ্ধপল্লী। কেউ কেউ আবার নিযুক্ত হয় পরিচারিকার কাজে, যেখানে তাদের মেলেনা প্রাপ্য মজুরি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কাজের কোনও সময়ের পরিমাপ থাকে না, উপরন্তু তাদের উপর চলে অকথ্য দৈহিক এবং মানসিক অত্যাচার ও শোষণ একেই আমরা পাচার বলি।

পাচারের শিকার ঃ সাধারণত ১২-১৬ বছর বয়সের মেয়েরাই পাচারের শিকার বেশি। কিন্তু এর থেকে কম বা বেশি বয়সের মেয়ে বা ছেলেদেরও পাচার হওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

পাচারের উদ্দেশ্য ঃ ১) মেয়েদের দেহ ব্যবসা, নাচের জন্য, ম্যাসাজ বিউটি পার্লার, অশ্লীল ছবি ও চলচিত্র (ব্লু ফিল্ম) ইত্যাদিতে এবং কম মাহিনায় পরিচারিকার কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ছোট ছেলে মেয়েদের সস্তা শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে এবং যৌন শোষন এর জন্য বিক্রি করাও পাচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২) পাচারের আরও উদ্দেশ্য হল ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে নেশার দ্রব্য ও বেআইনি অস্ত্র পাচার করা, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা এবং সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া প্রভৃতি।

পাচারের মোকাবিলা ঃ নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দেশে আইন রয়েছে এবং অপরাধীর কঠোর সাজারও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই চক্র খুবই শক্তিশালী। এই পাচারকারী চক্রের শিকারীদের থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষা করতে প্রয়োজন এই বিষয়ে সচেতনতা।

★ বাইরে (দেশ বা বিদেশ) কাজের জন্য যাওয়ার আগে কাজের ধরন, মাহিনা ও কাজের জায়গার ঠিকানা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করুন। এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্য নিন। ★ যে কাজের প্রস্তাব আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, সেই কাজের দক্ষতা আপনার আছে কিনা বিচার করুন। ★ আপনার এজেন্ট বা দালালের সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। ★ চাকরির জায়গার ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি বাড়িতে, পঞ্চায়েত অফিসে ও থানায় জানান। ★ বিয়ের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পাত্র ও তার পরিবার পরিজন ও বাড়িঘর সম্পর্কে বিশদভাবে খোঁজখবর করুন। মনে রাখবেন পাচার একটি অপরাধ। এই অপরাধ রুখতে পুলিশের সাহায্য নিন।

পাচার রুখতে এফ.আই.আর ঃ পাচার রুখতে এফ.আই.আর বা ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অপরাধ হয়েছে তিনি নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিও এফআইআর করতে পারেন। এছাড়া পুলিশ অফিসার নিজেও অভিযোগকারী হতে পারেন।

এফআইআর-এ যে সকল বিষয় লিখতে হবে ঃ ★ অভিযোগকারীর নাম বাবা / মা অথবা স্বামীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। ★ অপরাধ ঘটার স্থান, সময় ও তারিখ সহ ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পাচার একটি চলতে থাকা অপরাধ, তাই উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত সবকটি জায়গাই অপরাধের স্থান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ★ অভিযুক্তের নাম, বয়স, বাবা/মা/স্বামীর নাম ঠিকানা ও থানার নাম লিখতে হবে। ★ সাক্ষীদের নাম ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। ★ অভিযোগ পত্রে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর/ টিপসই থাকতে হবে। ★ সবশেষে লিখতে হবে - আমার এই অভিযোগপত্রটি এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করুন। এব্যাপারে আরো জানতে ও পাচারের ঘটনা জানাতে যোগাযোগ করুন --- জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, ফোন - ৯৭৩২৫২২৮৪৮ / ৭০৬১৭৩।

বিপন্ন মেয়েরা

★ ২০১৪ সালে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর হিসাবে, মেয়েদের উপর হিংসার ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ন'শো বাইশটি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ভারতে মেয়েদের উপর হিংসার ঘটনা ক্রমে বাড়ছে। সেগুলির মধ্যে ধর্ষণের মতো ঘটনা অন্যতম। ২০১৬ সালে রাজধানী দিল্লিতেই ১৯৯৬টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়, মুম্বইতে সেই সংখ্যাটি ছিল ৭১২। প্রতি দিন গড়ে ১০৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে দেশে।

অলৌকিক-২২

চার হাত পা দিয়ে একসঙ্গে লিখতে পারে

★ অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও নিরলস অধ্যবসায় উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লীর বাসিন্দা তপন দে, চুল, চোখ, কপাল, মুখ ও হাত-পা দিয়ে শুধু তাই নয় ৪ হাত পা দিয়ে সমান তালে একই সঙ্গে লিখতে পারেন। পেশায় বসিরহাট নবীনচন্দ্র মজুমদার উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আকাদেমি গড়তে চান। ২০০৫ সালে লিমকা বুক অফ রেকর্ডস থেকে সম্মানিত হন।

এখনও মেয়েরা-২৬

ফর্সা শিশু জন্মানোয় খুন

★ ফর্সা হয়ে জন্মানোয় আড়াই মাসের শিশু পুত্র শাকিলকে মরতে হল। অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে। শিশুর বাবা পেশায় দিনমজুর। ছেলের গায়ের রং ফর্সা হওয়ায় তার মনে সন্দেহ জাগে। নিজেরা কালো, পুত্র ফর্সা হয়েছে, তাহলে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক আছে। শ্বাসরোধ করে মারা হয়। (১৪.১১.১৭)

বউ ভাড়া দিয়ে উপার্জন

★ ভাড়া দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীকে। তাতেই মোটা টাকা আয়। মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথা এখনও চলছে ভারতের মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে। রীতিমত স্ট্যাম্পপেপারে চুক্তি করে লিজে ভাড়া দেওয়া হয় স্ত্রীকে। একমাস থেকে এক বছরের জন্য। পুলিশ জেনেও নিষ্ক্রিয়, কারণ কেউ অভিযোগ জানায় না। এমনকি খুব কম দামে মেয়েদেরকেও বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। (১৫.১১.১৭)

পণ না পেয়ে বধূ খুন

★ বাসন্তী সরকার (মণ্ডল) নামে বালুরঘাটের গৃহবধূ। দুটি সন্তান আছে। বাপের বাড়ির অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই আরও পণের দাবিতে অত্যাচার চালাত স্বামীসহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন। বধূ খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল স্বামী।

পণের দাবিতে বধূকে পোড়ানোর চেষ্টা

★ পণের দাবিতে কেরোসিন ঢেলে বধূর গায়ে আগুন। গৃহবধূ রাজ্যশ্রী চৌধুরীর শরীর ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। শ্রমিক বাবা ৫০ হাজার টাকা দিতে পারেনি বলে বধূর উপর অত্যাচার ও কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া। অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনা মালদা হাবিবপুরের। (১৭.১১.১৭)

ভারতের মহিলারা বিশ্বে ১৪১ নম্বরে

★ স্বাধীনতার ৬৭ বছর পর এদেশ মহিলা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, একাধিক মুখ্যমন্ত্রী, লোকসভার স্পীকার পেয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরেও মহিলা কোটা চালু হয়েছে। বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মহিলাদের উপর নিজউ উইক পত্রিকা 'বেস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট প্লেসেস ফর উইমেন' নামক সমীক্ষায় জানাচ্ছে, ভারতের স্থান ১৪১ নম্বরে, মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪১.৯ শতাংশ। যার মধ্যে রাজনীতিতে ১৪.৮, বিচার ব্যবস্থায় ৫৪, অর্থনীতিতে ৬০.৭, স্বাস্থ্য ৬৪.১ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ৬৪.৯ শতাংশ। সমীক্ষা অনুযায়ী ১০০তে ১০০ পেয়ে প্রথম স্থানে আইসল্যান্ড, ২য় সুইডেন, ৩য় কানাডা, ৪র্থ ডেনমার্ক, ৫ম ফিনল্যান্ড। মহিলাদের বসবাসের অযোগ্য মালি, কঙ্গো, ইয়েমেন, আফগানিস্তান ও চাঁদ। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও চিন দেশের স্থানও ভারতের উপরে। প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে এশিয়ার শুধু ফিলিপিনস (১৭ নম্বর)।

বাংলাদেশ-২১

একুশের ঢাকায় কোনও আবরণ নেই হিজাবের

★ প্রাণের একুশে-কে বরণ করতে মেতেছে বাংলাদেশ। মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে পথে নেমে বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি প্রাণ দিয়েছিলেন যে রফিক, সালাম, বরকত, সফিউর, জব্বরেরা— আজ সেই শহিদদের স্মরণের দিন। ব্রিটিশ শাসকদের বিভাজনের বিষ — ধর্মের প্রভাবকেও নস্যাৎ করে দিয়েছিল বাঙালির মুক্তির সেই আকাঙ্ক্ষা। যার অর্জন আজকের এই স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।'

প্রথম শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি আব্দুর হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কয়েক মুহূর্তের জন্য তখন নৈঃশব্দ শহিদ মিনার জুড়ে। ক্ষণিক থমকে গিয়েছে ঘোষণা। এক মিনিট পরেই বেজে উঠল সেই গান, আব্দুল গফফার চৌধুরীর বাণী, আলতাপ মামুদের সুরে— 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো...'

মন্ত্রী, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, মুক্তিযুদ্ধের কম্যান্ডার ফোরামের পর শহিদ মিনারের নীচে ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন ভারত থেকে যাওয়া সাংবাদিকেরা। এরপরে একে একে নানা রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব। তার পরেই বাঁধন গেল ঘুচে। লক্ষ লক্ষ মানুষ খালি পায়ে এগিয়ে চললেন শহিদ মিনারের দিকে। হাতে ফুল, পরনে কালো পাঞ্জাবি বা শাড়ি। কণ্ঠে একুশের উচ্চারণ। বোরখা বা হিজাবধারী একজন মেয়েও চোখে পড়েনি। অথচ দিনে ঢাকার রাস্তা যেন বোরখা আর হিজাবময়। অধ্যাপক মহম্মদ আরাফতের কথায়, 'এই জন্যই তো একুশে কপালে ভাঁজ ফেলে মৌলবাদীদের।' সারা রাত ফুলে ফুলে ঢেকে গেল শহিদ মিনারের সামনের চত্বর। সকাল পর্যন্ত চলেছে মানুষের ঢল। দিনভরও বহু মানুষ যাচ্ছেন। অনেকেই সপরিবার। খুদের দল গম্ভীর মুখে ফুল দিচ্ছে শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের কাছে তারাও যে জেনেছে, কী এই একুশে, কেন একুশে। শুধু ঢাকা নয়, বাংলাদেশের সব শহরেই রয়েছে শহিদ মিনার। সর্বত্র ছবিটা একই। (২১.২.১৮)

বাংলাদেশে চালু হল দেশের প্রথম রোবট রেস্টুরেন্ট

★ কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলবে। পছন্দের খাবার অর্ডার নেবে ও দ্রুত পৌঁছে দেবে। আবার রোবটের পিছনের মনিটর স্ক্রীনে ভেসে ওঠা বাটন টিপে খাবার অর্ডার দেওয়া যাবে। রোবট রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু হল ঢাকার আসাদ গেটের ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ডে। যৌথভাবে পরিচালনা করবে বাংলাদেশ ও চিন। রোবট কখনও মানুষের মত ক্লান্ত হবে না। (১৭.১১.১৭)

দুয়ের পাতার পর

আন্তর্জাতিক নারী নিপীড়ন বিরোধী দিবস

তাকে দৌড়ে ধরতে না পারেন। ১০ দিন পর দীপকের মৃত্যু হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার। সাউথ অল সিস্টার্স নামে এক নারী সংগঠন তার মামলার ভার নেন। ১৯৯২-এ ফের মামলা শুরু হয়। নির্যাতনের কারণে কিরণজিৎ যে দীর্ঘকাল অবসাদে ভুগছিলেন, প্রমাণ পেশ করা হয়। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতিহাস গড়েন কিরণজিৎ। এই মামলার সূত্রে বদলায় বৃটিশ আইন। যে নির্যাতিতা মেয়েরা স্বামীদের বিরুদ্ধে সহিংস পদক্ষেপে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের মানসিক অবস্থা বিবেচনা শুরু হয়।

শিক্ষা-৯

খেলার ছলে অঙ্ক শেখান

★ **নিত্য জিনিসে অঙ্ক** - বাচ্চাকে প্রথমে গুনতে শেখানো জরুরি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে গোনা শেখান। যেমন, মুদির দোকান থেকে আসা ব্যাগগুলো গুনতে বলুন। জামার বোতাম গুনতে বলতে পারেন। এইভাবে ধীরে ধীরে সন্তান গুনতে শিখে যাবে। ★ **সারিতে সাজিয়ে নিন** - এবার বাচ্চা ঠিকঠাক গুনছে কিনা সেটা যাচাই করার পালা। আপনি কয়েকটি কয়েন এক সারিতে সাজিয়ে নিন। এবার সন্তানকে বলুন সেটা গুনতে। সঠিক গুনতে পারলে, সেই কটি কয়েনকে ওর সামনেই গোল করে কিংবা এলোমেলোভাবে সাজিয়ে গুনতে বলুন। যদি ও ফের গুনতে আরম্ভ করে তাহলে ওর এখনও শেখা বাকি। তবে যদি না গুনে চটজলদি জবাব দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু ও অনেকটাই শিখেছে। ★ **বাস্তবিক ম্যাচিং** - কিছু জিনিস এলোমেলোভাবে রেখে সেগুলোর সঠিক টিম-আপ করতে বলতে পারেন। যেমন ধরুন, দুটি চামচ, দুটি কাটা চামচ, ৪টি রসুন, ৪টি পেঁয়াজ, একটি কাপ এবং একটি প্লেট এলোমেলোভাবে রাখুন। দেখবেন বাস্তবিক এই ম্যাচিং করতে গিয়ে ও শিখে গিয়েছে। ★ **গেমে গুনুক** - প্রচুর বোর্ড গেম রয়েছে যেখানে আপনার সন্তান গুনতে শিখবে। লুডো, দাবা ইত্যাদি গেমে গুনতে শেখা যায়। এছাড়া অনেক ভিডিও গেম রয়েছে যা থেকে গুনতে শেখা যায়। সেইসব গেম খেলতে বলুন খুদেকে। ★ **আকৃতির ধারণা ঘরেই** - খুদে গুনতে শিখে গিয়েছে। এবার জ্যামিতির প্রথম পর্যায় শিখতে হবে। বিভিন্ন আকার এবং আকৃতি সম্পর্কে ঘরের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যেই আকার আকৃতির সম্যক ধারণা দিন। মাঝেমধ্যেই ঘরের নানারকম আসবাব এবং জিনিসপত্র দেখিয়ে কোনটার কী আকার ও আকৃতি জিজ্ঞাসা করুন। ★ **রান্না করতে করতে** - এবার ওকে পরিমাপ শেখানোর পালা। রান্নাবান্না কিন্তু পুরোটা রেসিপির ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সমস্ত উপকরণের সঠিক পরিমাণের ওপর। চিনি বা নুন একটু কম বেশি হলেই কিন্তু স্বাদ বিগড়ে যাবে। ফলে রান্নার ক্ষেত্রে নানারকম পরিমাপের টুল ব্যবহার করে ওকে পরিমাপ করতে শেখান। ★ **সুপার মার্কেটেই শিখুক** - বিভিন্ন জিনিস ওর হাতে দিয়ে ওজন আন্দাজ করতে বলুন। ঠিক হতে হবে তার কোনও মানে নেই। শুধু একটা অভ্যাস তৈরি হবে। পরে ওজন করার সময় যন্ত্রের সঙ্গে আন্দাজ মিলিয়ে নিন। দেখবেন এভাবে সন্তান পরিমাপের অঙ্ক অনেকটা শিখে গিয়েছে। ★ **যোগ-বিয়োগ শিখবে** - অঙ্কের অন্যান্য অধ্যায়ের মতোই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদিও ঘরে শেখা সম্ভব। ২টি কয়েনের সঙ্গে ৫টি কয়েন যোগ করলে কত হয়? ৬টি লেবুর থেকে ২টি লেবু সরিয়ে নিলে কত হয় জিজ্ঞাসা করুন। এরকমভাবে হিসাবনিকেশ শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব সন্তানকে। খেলার ছলে অঙ্ক করালে তার অঙ্কের প্রতি ভয়টাও কেটে যাবে। **(১২.৩.১৮)**

নীতিবিজ্ঞান-২৩

প্রথম বাংলা কোরান

★ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল তীব্র। ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রমের ঘাটতি ছিল না। ছাত্র জীবনে তাই সংস্কৃত পড়েছেন। ফার্সি ভাষায় নিজেকে তৈরি করেছেন। মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন সব ধর্মকে। কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় একসময়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা শুরু করেন। এমনকি, লক্ষ্ণৌ গিয়ে আরবি ভাষা শিখেছেন। টানা ৬ বছরের কঠোর পরিশ্রমে কোরান শরিফ প্রথম বাংলায় লিখেছেন। মূল ফার্সি ভাষা থেকেও অনেক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মুসলিম সমাজে কোরানসহ এই বইগুলি বিশেষ আদরণীয় হয়ে ওঠে। সেজন্য মুসলিম সমাজের মানুষ তাঁকে মৌলভি ভাই আখ্যা দিয়েছেন। ১৮৩৫ সালে ঢাকার পাঁচ দোনায় এই ধর্মপাগল মানুষটির জন্ম। পিতার নাম মাধবরাম। ১৯১০ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র সেন। **(সৌজন্যে - হাননান আহসান, সুখবর)**

প্রশ্ন উত্তর - ২৮

৭৬) শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? (৭৭) ব্রহ্মানন্দ উপাধি কে পান? (৭৮) ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কে প্রতিষ্ঠা করেন? (৭৯) বিশ্বম্ভর কার নাম ছিল? (৮০) শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের নাম কি? (৮১) চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রমের নাম কি? (৮২) অন্ধ কবিতার পিতামহ কাকে বলা হয়? (৮৩) নিকোলো কন্টি কার আমলে ভারতে আসেন? (৮৪) বাহমনী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? (৮৫) ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপিত হয় কত সালে? (৮৬) কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় কত সালে? (৮৭) উডের ডেসপ্যাচ ঘোষিত হয় কত সালে? (৮৮) কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় কার আমলে? (৮৯) কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয় কত সালে? (৯০) পাঁচশালা বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন? (৯১) পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কার করেন কে? (৯২) ভার্সাই সন্ধি কত সালে হয়? (৯৩) ভার্সাই সন্ধি হয় কাদের মধ্যে (৯৪) ম্যাঙ্গালোর সন্ধি কাদের মধ্যে হয়? (৯৫) তৃতীয় মহীশূরের যুদ্ধ হয় কাদের মধ্যে? (৯৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় কত সালে? (৯৭) তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ হয় কার আমলে? (৯৮) পুরন্দরের চুক্তি হয় কত সালে? (৯৯) পুরন্দরের চুক্তি হয়েছিল কাদের মধ্যে? (১০০) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় কত সালে?

গত সংখ্যার (সেপ্টেঃ-অক্টোঃ) উত্তর

(৫১) ১৯১৮ সালে (৫২) দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে (৫৩) চম্পারনে (৫৪) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫৫) ১৮৭৫ সালে (৫৬) ফারুকশিয়ার (৫৭) গণ্ডক-গঙ্গা-শোন নদীর সঙ্গমে (৫৮) ১৭৮৪ সালে (৫৯) গুণাঢ্য (৬০) উইলিয়াম জোন্স (৬১) ১৮১৬ সালে (৬২) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে (৬৩) শচীন সান্যাল (৬৪) ১৮৬৭ সালে (৬৫) ফাঁড়কে (৬৬) একটি ইংরেজি দৈনিক (৬৭) শচীন্দ্রকুমার বসু (৬৮) ১৮৮৩ সালে (৬৯) ১৮৬৬ সালে (৭০) শিশির কুমার ঘোষ (৭১) স্বামী বিবেকানন্দ (৭২) ১৮৩১ সালে (৭৩) ১৯২০ সালে (৭৪) ফরাজি আন্দোলনের নেতা (৭৫) ১৮৬৪ সালে।

মহিলাদের উপর ফতোয়া

★ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সহ রাজধানী রাঁচির বিভিন্ন জায়গায় ঝাড়খন্ড মুক্তি সংঘ হাতে লেখা পোস্টারের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, '২০.৮.১২ তারিখ থেকে রাঁচি শহরে মহিলাদের জিনস্ পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। যদি কোনও মেয়েকে জিন্স পরে বা ওড়না ছাড়া ঘুরতে দেখা যায়, তাহলে তার উপর অ্যাসিড দিয়ে আক্রমণ চালানো হবে।' ঐ একই পোস্টারে যে সমস্ত সংস্থা জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে জড়িত, তাদের উপরেও হামলা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এর আগে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের পোশাকের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার মসজিদে হাতে লেখা পোস্টারে অজানা ২ জঙ্গি সংগঠন 'লস্কর আল কায়দা' এবং 'আল কায়দা মুজাহিদিন' হুমকি দিয়েছে, বোরখা না পরলে মহিলাদের মুখে অ্যাসিড ছোঁড়া হবে। রাস্তায় কোনও মেয়ে মোবাইল ব্যবহার করলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৫

মহরমে সম্প্রীতির রক্তদান মেলা

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ 'কারবালা শহীদ স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ রক্তদান মেলা কমিটি' গঠন হয় ১৪ বছর আগে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা 'মুক্তি'র উদ্যোগে। যা সংস্থার ডিরেক্টর সেখ মুন্নাফ আলির মস্তিষ্কপ্রসূত। দঃ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের রায়পুর (শামুকপোতা) কারবালা ময়দানে এই ১৪তম বর্ষ মহরম পালিত হল রক্তদান মেলার মাধ্যমে। এর সূচনা হয় কোরান পাঠের মাধ্যমে। ৩০ জন মহিলাসহ মোট ৮৬ জন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ রক্তদান করেন। সহযোগী জামিয়াতে ইসলামী হিন্দের (পঃবঃ) সাঃ সম্পাদক জানাব মাওলানা আবদুর রফিক বলেন, এই বিশেষ আশুরার দিনে এই কাজ ইসলাম ও সমাজের চোখে প্রশংসনীয়। এই মেলার মাধ্যমে রক্ষিত হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তিনি পবিত্র কোরান ও হাদিস থেকে বলেন, রক্তের জাত ধর্ম নেই। মুমূর্ষুকে দেওয়া রক্ত কোন্ ধর্মের? কেউ জানতে চায় না কেন? তাহলে কেন এত ধর্মীয় হানাহানি?

রাজ্য মজলিসে সুরা (পঃবঃ)-র সদস্য জনাব মাওলানা মুফতি তাহেরুল হক মহরমের ব্যাখ্যায় বলেন, এই রক্তদান বা ত্যাগের মাধ্যমে কারবালা শহীদদের স্মরণ আগামী দিনে সম্প্রীতির সমাজ গঠনে এক মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হল। পঞ্চায়েত প্রধান নকুল মণ্ডল ও সিনির অবিনাশ গায়েন বলেন, সম্প্রীতির মহরমে রক্তদান যত বেশি প্রচারিত হবে ততই রক্তের অভাবে মৃত্যু হ্রাস পাবে।

মেলার প্রতিষ্ঠাতা সেখ মুন্নাফ আলি বলেন, মহরমের দিনটিকে অর্থাৎ শহীদ হাসান (রাঃ) ও শহীদ হোসেন (রাঃ)কে স্মরণ করছি, শোক - ত্যাগের মাধ্যমে, মুমূর্ষু রুগীকে রক্তদান করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায়। যা বর্তমানে এই অসহিষ্ণু সমাজে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বাবা-মার মৃত্যুর ৪ বছর পর জন্ম

★ চিনে বাবা-মার মৃত্যুর ৪ বছর পর জন্ম। আইভিএফ পদ্ধতিতে শিশুটির ভ্রূণ সংরক্ষণ করে রাখা হয়। রীতিমতো আইনি যুদ্ধ করে শিশুটির জন্ম হয়। **(২.৬.১৮)**

বিশ্বে ২৩০ কোটি মানুষের টয়লেট নেই

★ হিসাব ২০১৪ সালের। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু' জানাচ্ছে। শৌচালয় আছে ৩৯ শতাংশের। ১০ শতাংশ মানুষের একমাত্র ভরসা খোলা মাঠ। ভারতে প্রায় ৮১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের শৌচালয় নেই। চিনে ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ, পাকিস্তানে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ, খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করতে গিয়েই কিশোরী, তরুণী এবং মহিলারা ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। ২০০১ সালে রাষ্ট্রসংঘ ১৯ নভেম্বরকে ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে বলে ঘোষণা করে। **(২২.১১.১৭)**

সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান দেশ স্পেন

★ মোট ১৬৯টি দেশকে হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে। মাপকাঠি ছিল - জীবনযাত্রার মান, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, গড় আয়ু ও পরিবেশগত দিক। প্রোজেক্টটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্লুম বার্গ হেলদিয়েস্ট কান্ট্রি ইনডেক্স'। ২য় - ইতালি, পরে আইসল্যান্ড, জাপান, সুইজারল্যান্ড। শীর্ষ ১০-এ আছে সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, নরওয়ে, ইজরালে। **(১২.৩.১৮)**

দীর্ঘায়ুদের রহস্যময় দ্বীপ ইকারিয়া

★ এখানে বেশিরভাগেরই বয়স নব্বুইয়ের কোটায়, একশোও পেরেয়িছে। দ্বীপটি প্রকৃতির কোলে একটুকরো স্বর্গ। বিশুদ্ধ, দূষণহীন বাতাস; ভেষজ খাবার, তাজা ফলমূল, শাকসব্জি ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন এখানে দীর্ঘজীবনের মূল চাবিকাঠি। দ্বীপটি গ্রিসের কাছেই। ছিল গ্রীসের অধীন। ১৯১২তে হয় স্বাধীন রাষ্ট্র **(১৬.১০.১৮)**

ফোনে গেম খেলে অন্ধ

★ চিনে ২০ কোটি মানুষ কিছু দিন ধরে 'অনার অব কিংস' নামে একটি অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। এক চিনা তরুণ (২১) এই গেম খেলে অন্ধ হয়ে যায়। ডান চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছে। চোখে রেটিনাল আর্টারি অক্লুসান-এর সমস্যা তৈরি হয়েছে। চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে ওই বয়সে চোখের সমস্যা হওয়ার কথাই নয়। স্মার্টফোনের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য তরুণীর চোখে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। খিদে পেলে খাওয়ার সময়টুকুই ছিল না। প্রায় রাত ১টা পর্যন্ত। চিকিৎসকদের মতে অনলাইন গেম খেলতে হলে নূন্যতম প্রতি দেড় ঘণ্টা অন্তর বিরতি নেওয়া উচিত। নাহলে অন্ধত্ব ঘনিয়ে আসবে। **(১১.১০.১৭)**

ডেনমার্ক-২৫

ঐতিহ্যের রেস্তরাঁ দি ডেনমার্ক ট্যাভার্ন

★ এবার হুগলির শ্রীরামপুরের রেস্তরাঁয় ১৭৮৬ সালের শুঁড়িখানার আবহ। আয়োজনে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। তবে তা নামেই শুঁড়িখানা। মদ পরিবেশন নিয়ে এখনই চিন্তা করছে না সরকার। তারা বলছে, একটা হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে আপাতত কফিশপ চালু হচ্ছে সেখানে। অতিথিদের জন্য থাকবে থাকার ব্যবস্থাও। শীঘ্রই শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে শুরু হচ্ছে দি ডেনমার্ক ট্যাভার্ন। শ্রীরামপুরে একসময় ড্যানিসদের বসবাস ছিল। তার হাত ধরেই এখানকার ইতিহাস হয়ে স্থাপত্যে ছাপ পড়েছে পাশ্চাত্যের। একাধিক সময়ে এখানে ব্যবসা করতে এসেছে ফরাসি ও ইংরেজরা। সব মিলিয়ে এখানকার সংস্কৃতি এখনও বহন করছে সেই শতাব্দী প্রাচীন আবহ। সেই ইতিহাসকে সামনে আনতেই একটি পরিত্যক্ত অথচ প্রাচীন বাড়িকে সারিয়ে তোলে রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগম। তার সংস্কার করার পর সরকার কথা বলে ডেনমার্কের সঙ্গে। সেখানকার মিউজিয়ামের সঙ্গে একযোগে গড়ে তোলা হয় নতুন রেস্তরাঁ 'দি ডেনমার্ক ট্যাভার্ন'। এখানেই নাকি ১৭৮৬ সালে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন অতিথিরা। ট্যাভার্ন কথাটির অর্থ শুঁড়িখানা হলেও, আপাতত এটিকে ফ্যামিলি রেস্তরাঁ হিসেবেই সামনে আনতে চায় পর্যটন দপ্তর। **(২৭.২.১৮)**

ভারতে প্রতি ৩ জনে একজন মহিলা যৌন নিগ্রহের শিকার

★ দেশে যৌন উৎপীড়নের ঘটনা বাড়ছে। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মহিলা কোনও না কোনও ক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন। এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই ভয়াবহ চিত্র। সমীক্ষাটি করেছে 'সেফ দ্য চিলড্রেন' নামে এক সংস্থা। সমীক্ষায় ৪ হাজার কিশোর ও কিশোরীকে প্রশ্ন করা হয় সেইসঙ্গে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলা হয়। ছ'টি রাজ্যের ৩০টি শহর ও ৪৮ গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়। দিল্লি মহারাষ্ট্র তেলেঙ্গানা অসম ও পশ্চিমবাংলাকে বেছে নেওয়া হয় সমীক্ষার জন্য।

এই সমীক্ষায় আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে যে যৌন উৎপীড়নের শিকার মহিলা ও কিশোরীরা প্রথমে তাদের মায়ের কাছেই এই ঘটনা জানায়। অনেকে জানিয়েছেন, প্রকাশ্য স্থানে যৌন উৎপীড়নের ঘটনা ঘটলে উলটে তাদের অভিভাবকরা ওই কিশোরী বা যুবতীর বাইরে আসায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেয়। সমীক্ষকরা জানিয়েছেন, প্রতি পাঁচজন মহিলার মধ্যে দু'জনই বাইরে বের হওয়ার সময় আতঙ্কে থাকেন। সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, দেশের সর্বজনীন ক্ষেত্র মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

দুধিলতা - ৪১

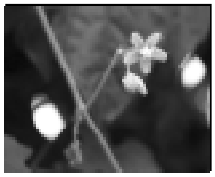

★ **ড. সুভাষ মিস্ত্রী ঃ** অ্যাসক্লেপিয়েডেসি গোত্রীয় দুধিলতা ফিনলেসোনিয়া অবোভেটা প্রজাতির। ঘন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে বা নদীর ঝোপঝাড়ে লতিয়ে থাকে। চিরহরিৎ। অসংখ্য সবল শাখা-প্রশাখাযুক্ত। পাতা আয়ত ডিম্বাকার। ফুল তীক্ষ্ণ গন্ধময়। এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ফুল ও ফল দেখা যায়।

বাসন্তীর নফরগঞ্জে কৃষি পাঠশালা

জয়চাঁদ মণ্ডল ঃ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের 'শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের' পক্ষ থেকে ৬-৮ সেপ্টেম্বর বাসন্তীর নফরগঞ্জে হল ৩ দিনের এক কৃষি পাঠশালা বা প্রশিক্ষণ। বিষয় ছিল 'সুস্থির কৃষির জন্য মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়' ৩৫ জন কৃষক চাষ বিষয়ক শিক্ষা হাতে কলমে এই পাঠশালায় শেখেন। আলোচনা হয় মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব, কেঁচোসার, সবুজ ও বাদামী সারের ব্যবহার ও উৎপাদন। সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতে মাটির পরিচর্যা পদ্ধতি। মাটির স্বাস্থ্যরক্ষায় স্বাস্থ্য কার্ড ইত্যাদি বিষয়ে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক প্রভুদান হালদার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তনুশ্রী দাস ও সদস্যগণ বলেন, সুন্দরবনের মানুষ না বাঁচলে সুন্দরবনের জঙ্গল, বাঘ বাঁচবে না। সুতরাং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সুন্দরবনের মানুষের আর্থিক উন্নয়নের জন্য অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। একমাত্র মৎস্য ও কৃষির উন্নয়নে সুন্দরবনের মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি হতে পারে। এখানকার মাটি লোনা হলেও উর্বর। কৃষি ও মাছ চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে তুলো, তরমুজ, সূর্যমুখী, লঙ্কা সব চাষই পরীক্ষিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখনও এখানে কোনচাষ হচ্ছে না। ফলে ফলন কম। বোরো ধান চাষ কমাতে হবে। কারণ জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। চাষে রাসায়নিক কমিয়ে জৈব-সার ওষুধ ব্যবহার হোক। কম জলে চাষ হোক। বন্ধ হোক স্যালো টিউবওয়েল। উপস্থিত ছিলেন এক ঝাঁক বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ ডঃ নারায়ণচন্দ্র সাহু (প্রধান, শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্র), ডঃ স্বাগত ঘোষ (মৎস্য), ড. মনিদীপ্ত সাহা, সমীক গাঙ্গুলি (বাসন্তী ব্লক কৃষি আধিকারিক), ড. সুদীপ্ত ত্রিপাঠী (বারুইপুর ফার্ম), গোপাল দাস (কৃষক), সঞ্চালনায় শিক্ষক বিবেক পাল, ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক তপন মাইতি।

ধনেপাতা বেশি খাবেন না

★ ধনেপাতা উপকারি হলেও বেশি খাওয়া ক্ষতিকারক। স্বাদের পাশাপাশি প্রচুর পুষ্টি ও ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ এই ধনেপাতা। এই পাতা ক্যান্সার, হৃদরোগ মস্তিষ্কের বিভ্রাট, মানসিক রোগ, কিডনি ও ফুসফুসের অসুখ এবং হাড়ের দুর্বলতা সারাতে সহায়তা করে। বিরল ঔষধি গুণ রয়েছে যা রক্তশোধন করে। রক্ত প্রবাহ বজায় রেখে ক্ষতিকর উপাদান দূর করে শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে। পাতায় রয়েছে পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা ও ম্যাগনেশিয়ামের মত উপকারী খনিজ। কিন্তু অতিরিক্ত খেলে এতে থাকা এক ধরনের উদ্ভিজ তেল বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করে নিম্ন রক্তচাপ সৃষ্টি করে। পাকস্থলীতে হজমক্রিয়া ব্যাহত করে, ডাইরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উপকারী পতঙ্গদের বাঁচাতে কীটনাশক

★ ফুল-ফল-ফসলে কীটনাশক ব্যবহারে ভয়ংকর রাসায়নিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। কিছু অতিবিষাক্ত রাসায়নিকের প্রয়োগে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বিভিন্ন রকম মাছি ও কীটপতঙ্গ। আবার ক্ষতিকর পতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পরিবেশ-বান্ধব পতঙ্গ ও মাছিদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। সম্প্রতি ক্ষতিকারক কীটনাশকের ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছে ব্রিটেন। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে উপকারী পতঙ্গ ও মাছিদের বংশ ধ্বংস না করেও ক্ষতিকারক পতঙ্গদের আক্রমণের হাত থেকে ফসল রক্ষাকারী কীটনাশক তৈরি করা সম্ভব। সম্প্রতি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্র থেকে জানা গিয়েছে। কিছু প্রাকৃতিক প্রতিরোধক রয়েছে যা মৌমাছি এবং ভ্রমরাদের শরীরে কীটনাশকের প্রভাব সহ্য করতে সাহায্য করে। এই দিকটি বিবেচনা করে কীটনাশক তৈরি করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের। তাতে উপকারী মাছি ও পতঙ্গদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। **(২৬.১১.১৭)**

পকেটমার থেকে বাঁচতে-৩৪

ভন্ড প্রেমে ঠকেছেন ১০০ প্রেমিকা

★ ঠকিয়ে পুলিশের জালে ভণ্ড প্রেমিক। প্রতারণার চক্করে পড়েছেন ১০০এর বেশি মহিলা। প্রত্যেককে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতিয়েছে। বিবাহবিচ্ছিন্না, একাকী মহিলারাই ছিলেন টার্গেট। সাদাত খান ওরফে প্রিতমকুমার অবশেষে বেঙ্গালুর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে যোগাযোগ করতো। সরকারি কর্মচারি পরিচয় দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিত। ভাব জমিয়ে বড় অঙ্কের টাকা ধার নিয়ে চম্পট দিত। **(২৯.৬.১৭)**

প্রতারক 'বর' গচ্চা ৭ লাখ

★ ফোনে পরিচয়, বাড়ি দিল্লি, ব্যবসা আমেরিকায়। প্রতারক জানায় দামি গয়না নিয়ে আসতে গিয়ে ধরা পড়ে বিমান বন্দরে। টাকা চাই। উত্তরপাড়ার পাত্রী তার চাহিদামত ৭ লাখ টাকা পাঠায়। কিন্তু পাত্র আদর্শ খুরানাকে বিমান বন্দরে আনতে গিয়ে পাত্রের দেখা মিলল না। গচ্ছা গেল ৭ লাখ টাকা। ম্যাট্রিমনি সাইট সাবধানে ব্যবহার করুন। **(১৭.৩.১৮)**

মহিলাদের মানুষের মর্যাদা নেই

★ 'থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনে'র হয়ে 'ট্রাস্টল' বিশ্বের ২১৩ জন লিঙ্গ বিশেষজ্ঞকে নিয়ে ১টি সমীক্ষা করেছিল। বিষয় নারীদের স্বাস্থ্য, হিংসা, যৌন হেনস্থার মাত্রা ইত্যাদি। মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা কম আফগানিস্তান, কঙ্গো, পাকিস্তান। আফগান মহিলারা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের শিক্ষার নন, স্বাভাবিকভাবে বাঁচার অধিকারও তাঁদের নেই। ৮৭ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর। ৭০-৮০ শতাংশ মেয়েকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি ১১টি নবজাতকের মধ্যে ১ জন জন্মমাত্র মারা যায়। যে মহিলারা এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১১৫০ জন মহিলা ধর্ষিতা হন কঙ্গোতে। ৯০ শতাংশ মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার পাকিস্তানে। ভারত ৪র্থ এবং ৫ম স্থানে সোমালিয়া। ২৫ নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক নারী নিপীড়ন বিরোধী' দিবস। ভারত নারী নিপীড়নে বিশ্বে ৪ নম্বরে। কিন্তু এই দিনটি ভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে পালন হয় না। সরকারি বেসরকারি স্তরে এই দিনটি পালন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৬

বিড়ালের পুলিশে চাকরি

★ ইন্টারভিউ দিয়ে পুলিশের চাকরি হল বিড়ালের। নাম ডোনাট, বিড়াল প্রজাতির ইউনিট সার্ভিসে যোগ দেবে এই পুলিশ অফিসার। প্রথম প্রার্থী ব্যাজেসের ফিলাইন লিউকোমিয়া ধরা পড়ায় ডোনাটকে নিয়োগ করা হয়। পশু দত্তক নেওয়া বাড়াতে, পালিত পশু উদ্ধার করতে এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে বিড়ালকে ব্যবহার করা হবে বলে মিশিগান পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। **(২.৬.১৮)**

ছাগলে কিনা খায়

★ ছাগল তৃণভোজী ও গৃহপালিত প্রাণী। কিন্তু একটি ছাগল নিয়মিত ঘাসের বদলে মাছ খাচ্ছে। ছাগলের মালিক মাছ ব্যবসায়ী। সেই সুবাদে ছাগলের মাছ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি মাছ খেতে পারে। **(২.৬.১৮)**

বেশিদিন বাঁচতে চাইলে কুকুর পুষুন

★ বেশিদিন বাঁচতে চাইলে কুকুর পুষুন। যারা পুকুর পোষেন, হৃদরোগসহ অন্য কারণে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম। কুকুরের গায়ে থাকে মাইক্রোবিয়োন, যা অণুজীবের সমষ্টি, অন্ত্রে বাস করে। কুকুর তার মালিকের মাইক্রোবিয়োমকে প্রভাবিত করে। সুইডেনের ৩৪ লাখ মানুষের উপর গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে একটা কুকুর পোষা ব্যক্তির মৃত্যুর ঝুঁকি না পোষা ব্যক্তির তুলনায় ৩৩ শতাংশ কম। হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১১ শতাংশ কম। **(২০.১১.১৭)**

হোলকোসেফালার শিকার রহস্য

★ ডাকাতে মাছি বা হোলকোসেফালার শিকার করার পদ্ধতি আর আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা ডাকাতে মাছি নামে পরিচিত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পালামো গঞ্জালেস বেলিদো খোলা জায়গায় একটি স্টুডিও তৈরি করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা বসিয়ে লক্ষ করেছেন, শিকার ২৯ সেমির মধ্যে এলে মাছি সক্রিয় হয়ে ওঠে। শিকারের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের দিক পরিবর্তন করে। এই মাছির অপেক্ষাকৃত বড় লেন্স আর চোখের কেন্দ্রে উচ্চ ঘনত্বের ছোট সেন্সরগুলো দূর থেকে শিকার দেখতে এবং লক্ষ ঠিক রাখতে সহায়তা করে। তাই চোখের পলকে শিকার ধরে। **(১২.১০.১৮)**

জুরাসিক যুগের হাঙর

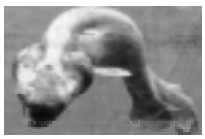

★ হদিশ মিলল পর্তুগালের আগ্রাভ উপকূল অঞ্চলে, ৮ কোটি বছরের জীবিত হাঙর। শরীর সাপের মত। চোয়ালে ৩০০টি ধারালো ও ছুঁচালো দাঁত। বিজ্ঞানীরা প্রাণীটির নাম দিয়েছে ক্লামাইডোসেলাকাস অ্যাকং গুইনেয়াস। পাওয়া গেছে ৭০০ মিটার গভীরে। এটি জীবন্ত জীবাশ্ম। **(১৫.১১.১৭)**

নিঃসঙ্গ পাখির মৃত্যু

★ পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম পাখি নাইজেলের মৃত্যু হল। নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন উপকূলের নির্জন 'মানা' দ্বীপে বাস করত গ্যানিট প্রজাতির এক সামুদ্রিক পাখি। তার কোনও সঙ্গী ছিল না। এজন্য তাকে বলা হতো পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম পাখি। নাম দেওয়া হয় 'নাইজেল'। বয়সজনিত কারণে মৃত্যু। **(১৪.২.১৮)**

গৃহিনীদের টিপস্ - ৩৮

আলুভাজা মুচমুচে

★ ১) খেতে চাইলে পছন্দমতো আলু কেটে বেশ কিছু সময় নুন জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর ভাল করে ধুয়ে তেলে ভেজে নিন। সামান্য গুঁড়ো লঙ্কা ছড়িয়ে খান ভাল লাগবে। ২) ছুরি বা কাঁচির ধার কমে গেলে ডিপ ফ্রিজে একদিন রেখে দিলে ধার অনেকটা বেড়ে যাবে। ৩) বর্ষায় লঙ্কাগুঁড়োয় ছত্রাক ধরতে পারে। যাতে ছত্রাক না ধরে তার জন্য লঙ্কা গুঁড়োর সাথে সামান্য নুন মিশিয়ে রাখতে হবে। ৪) বেগুন বা পটল ভাজতে তেল একটু বেশি খরচ হয়। পটল বা বেগুন কেটে ঘণ্টা খানেক জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর তুলে ভাজলে তেল কম লাগবে। **(সংকলক ঃ শঙ্কর সাধুখাঁ, বৈদ্যবাটী)**

সুস্থ থাকার টিপস - ৮৬

দশটি মর্নিং মিসটেক

★ **১) ঘুম থেকে এক ঝটকায় উঠেই কাজ শুরু করা ঃ** চোখ খোলার পর খানিকক্ষণ বিছানাতে শুয়েই রিল্যাক্স করুন। তারপর পাশ ফিরে উঠুন। এতে শরীরের শিথিলতা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। কিছুক্ষণ লম্বা আর বড় বড় শ্বাস নিন, মানে ডিপ ব্রিদিং করুন। **২) স্ট্রেচিং ঃ** শোওয়া থেকে ওঠার পর একটু স্ট্রেচিং মানে শরীরটাকে টানটান করে নেওয়াটা খুব দরকার। তিন চারবার হাত-পা টানটান করুন। সকালে একবার করে নিলে সারাদিন শরীরে একটা ফুরফুরে ভাব থাকে। **৩) লেবুর জলের বদলে চা খাওয়া ঃ** খালিপেটে কখনওই চা খাবেন না। দিনের শুরুটা ঈষদুষ্ণ লেবুর জল দিয়ে শুরু করুন, এটা শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয় আর পরিপাকক্রিয়াকেও মজবুত করে। এরপর যদি আপনি চান, তাহলে গ্রিন টি খেতে পারেন। **৪) ব্রেকফাস্ট না করা ঃ** সকালের ব্রেকফাস্ট না করলে শরীর আর মন দুইয়ের উপরই অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এর ফলে শরীরে রক্তশর্করার পরিমাণ কমে যায়। ঘুম থেকে ওঠার একঘণ্টার মধ্যে আমরা কিছু না খেলে ক্রমশ শরীরে গ্লুকোজের লেভেল কমে যায় আর ব্রেকফাস্ট না করলে সমস্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতেই পারছেন। ভেজানো বাদাম, হোল হুইট ব্রেড, রুটি বা ফল খেয়ে দিনের শুরুটা করা উচিত। **৫) ঘুম চোখ খুলেই মোবাইল চেক করা ঃ** সকাল সকাল ঘুম চোখ খুলেই বেশিরভাগ লোকের হাত প্রথমেই খোঁজেন নিজের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি কোথায়। অ্যাপ চেক করে যদি অপ্রিয় কিছু থাকে, তাহলে, সেটা সারাদিনের জন্য আপনার স্ট্রেসের কারণ হতে পারে। **৬) এক্সারসাইজ না করা ঃ** প্রতিদিন সকালের দিকে অন্তত আধঘন্টাটাক সময় এক্সারসাইজের জন্য রাখা উচিত। মর্নিং ওয়াক, যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম আপনার রুটিনের মধ্যে সামিল করে নিন। **৭) হাসতে মানা নয় ঃ** কথায় বলে হাসিই সুস্থ শরীরের চাবিকাঠি। কিন্তু জানেন কি এতে শরীরের অনাক্রমণ্যতা ক্ষমতা বাড়ে? সঙ্গে হার্টবিট আর ব্লাডপেসারও থাকে নিয়ন্ত্রিত। তাই মন খুলে হাসুন। **৮) প্রতিদিন এক এক্সারসাইড নয় ঃ** এক্সারসাইড রুটিনে সাইক্লিন, অ্যারোবিক্স বা কোনও খেলাধূলোকে, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাখুন। একটু রুটিন পাল্টালে আলাদা এনার্জি পাওয়া যাবে। **৯) মুড খারাপ করে রেগে থাকা ঃ** রেগে যাওয়া আর মেজাজ খিঁচড়ে থাকা শরীরের যাবতীয় পজিটিভ এনার্জিকে নষ্ট করে দেয়। আর সারাদিন এক ধরনের নেগেটিভ অনুভূতি আমাদের ঘিরে থাকে। কীভাবে ভাববেন আর কতটা স্ট্রেট নেবেন, সেটা কিন্তু নির্ভর করছে আপনার উপরেই। **১০) আগের দিন প্ল্যানিং না করা ঃ** আগের দিন যদি পরের দিনের প্ল্যানটা করে না রাখেন, তাহলে সকালে উঠে অযথা টেনশন আপনাকে গ্রাস করবে, এতে হার্ট আর মস্তিষ্ক দুইয়ের উপরেই চাপ পড়বে। তাই পরের দিনের অফিস বা কলেজের জিনিসপত্র গোছানো, কী কী কাজ শুরু থেকে গিয়ে সারবেন তার একটা লিস্ট আগের দিন সকালেই করুন।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ জুন ২০১৮

১ ঃ ঘোড়া কিনলেন ঃ পেট্রোলের দাম বৃদ্ধিতে মোটর বাইক বেচে ঘোড়া কিনলেন মহারাষ্ট্রের এক দুধ ব্যবসায়ী। ৭ কিলোমিটারে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হচ্ছিল। তাই ২২ হাজারে বাইক বেচে ২৫ হাজারে গোড়া কেনা।

★ ঃ ১০ বছর বয়সে অধ্যাপক ঃ পাকিস্থানের হাম্মাদ সফি। অন্যরা মাস্টার্স ডিগ্রির পর যে জ্ঞান অর্জন করে হাম্মাদ সফি মাত্র ১০ বছর বয়সে সেই জ্ঞান অর্জন করেছে। এই অসাধ্য সাধন সে আব্বা-মা এবং আল্লাহকে উৎসর্গ করেছেন।

২ ঃ যাত্রীর গায়ে দুর্গন্ধ : ফলে বিমানকে অবতরণ ঃ যাত্রীর গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ। কেউ বমি, কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। কেউ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আছে। এই কারণে ট্রান্সঅ্যাভিয়া সংস্থার একটি যাত্রীবাহী বিমান জরুরি অবতরণ করে। গন্ধওয়ালা লোককে নামিয়ে দিয়ে আবার বিমান উড়ে যায়।

৯ ঃ হায় খইনি ঃ মদ ও গুটখা বন্ধ হয়েছে আগেই। খইনি বন্ধের চেষ্টায় বিহার সরকার। আইন অনুযায়ী খাবারে নিকোটিন থাকলে তা নিষিদ্ধ। খইনি খাদ্য নয় তাই নিষিদ্ধ করা যাচ্ছে না।

১৪ ঃ গর্ভবতী গাভীকে মৃত্যুদণ্ড ঃ বুলগেরিয়ার এক গাভি ইউরোপীয় সীমান্ত পেরিয়ে অ-ইউরোপীয় দেশ সার্বিয়ায় ঢুকে পড়ে। পুনরায় তার মালিকের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু সীমান্ত পেরোনোর জন্য পেনকা নামের গর্ভবতী গাভিকে মৃত্যুদণ্ডের নিদান দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটাই তাদের আইন। কারণ কোন গরু ইউরোপীয় ইউনিয়নে ঢুকতে গেলে সুস্থতারও সার্টিফিকেট দিতে হয়। পেনকাকে বাঁচানোর জন্য ২৫০০ গণস্বাক্ষর চাওয়া হয়েছে।

১৫ ঃ বজ্রপাত থেকে বাঁচতে কর্মশালা ঃ বজ্রপাতে মারা যান সাধারণ মানুষ। গবাদি পশুরা বাদ যায় না। বজ্রপাতে মৃত্যু কোন পাপের ফল নয়, অসতর্কতার ফল। বাইরে থাকাকালীন বজ্রপাতে প্রাণহানি হয়। তাই বাইরে থাকা উচিত নয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা বিদ্যুৎ সংযোগ অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া অনেকটাই নিরাপদ।

১৮ ঃ একাদশে ভর্তি নিয়ে সরকারি নির্দেশ ঃ প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে এই বিষয়গুলি নিয়ে ভর্তি হলে দিতে হবে ২৯৫ টাকা আর প্র্যাকটিক্যাল নেই এমন বিষয়ের জন্য ২৫০ টাকা। ফি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নির্দেশিকা না থাকায় একেকটি স্কুল একেক রকম ফি নিচ্ছিল।

২৩ ঃ ব্যাঙের বিয়ে ঃ মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখন্ডকে অনাবৃষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বিখ্যাত ফলাদেবী মন্দিরে দুই ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। ছিল বিরাট ভোজ। আয়োজকদের দাবি, প্রকৃতির ভারসাম্যের জন্য ঈশ্বরের পূজার্চনার সঙ্গে এই ধরনের পরম্পরা মেনে চলা উচিত।

★ একটি আমের দাম হাজার টাকা ঃ মুর্শিদাবাদের আম কহিতুর। স্বাদ ও ঐতিহ্যের দৌড়ে পিছনে ফেলে দিয়েছে লাংড়া, হিমসাগর, আলফান্সো সবাইকে। সিরাজউদ্দোলার আমল থেকে এই আম স্বাদে-গন্ধে প্রায় কহিনূর। এই আম গাছ পাকা হওয়ার আগেই পেড়ে ফেলতে হয়। গাছপাকা হলে স্বাদ বদলে যায়। লাঠির আগায় দড়ির জাল লাগিয়ে আম পাড়া হয়। জালে থাকে তুলোর প্যাডিং। পাড়ার পরে তুলোর মধ্যে রাখতে হয়। যাতে চোট না লাগে। দু-তিন ঘণ্টা অন্তর উল্টে পাল্টে দিতে হয়। কহিতুর কাটার আগে দু'তিন ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। স্বাদের সঙ্গে অপ্রতুলতার জন্যও চাহিদা বেড়েছে কহিতুরের।

২৪ ঃ পোষ্যদের খাওয়ার খরচ মাসে ১ লাখ ৭০ হাজার ঃ ৪০ কেজি চালের ভাত, ২০ কেজি মাংস, ১০ কেজি মাছ, সঙ্গে ৫ কেজি বিভিন্ন সবজি রান্না করে ১২০টি কুকর ও ১৩৫টি বিড়ালকে প্রতিদিন খাওয়ান হাওড়ার রামরাজাতলার প্রদীপ লাহিড়ী। কেবল লাইনের ব্যবসায়ী। সাহায্য করেন স্ত্রী সুস্মিতা। দুজন রাঁধুনি রেখেছেন। নিজের বাড়িতে রয়েছে ২২টি কুকুর ও ১৩০টি বিড়াল। বেলা ১১টায় খাবার দেওয়া শুরু করেন। রাতে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে খাবার দেওয়া শুরু করেন। পাশাপাশি পশুরা অসুস্থ হলে চিকিৎসা করান।

★ নীল বাণিজ্যিক বরফ ঃ মাছ, মাংস, মৃতদেহ সংরক্ষণের বরফই এতদিন সরবত, লস্যি ইত্যাদিতে ব্যবহার হচ্ছিল। শিল্পে ব্যবহার ও খাওয়ার বরফের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। চেনার অসুবিধার জন্য রঙিন বরফ করার পরিকল্পনা। ইণ্ডিগো কারমাইন নামে একটি রাসায়নিক ১০ পিএম পর্যন্ত মেশালে সাধারণ মানুষ খালি চোখেই চিনতে পারবেন খাওয়ার বরফ আর বাণিজ্যিক বরফ।

★ ১৫০০ বছরের প্রাচীন বাইবেল ঃ পবিত্র কুরআনের সঙ্গে যার মিল অনেকাংশেই। ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে একদল চোরাকারবারির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল দেড় হাজার বছরের পুরানো বাইবেল। এই অবিকৃত বাইবেলটি ২০০০ সালে উদ্ধার হলেও এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

২৫ ঃ একদিনে ৫০ লক্ষ চারা পুঁতে উৎসব ঃ অরণ্য ও বন্যপ্রাণ, প্রকৃতি মায়ের সবুজ দান। এর মধ্যে ১৫ শতাংশ ফলের গাছ। বিভিন্ন জেলার মাটি বুঝে গাছের চারা লাগানো হবে। প্রকৃতি ও গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন এলাকার সব মানুষকেই করতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অফিস, ক্লাব, যাদের জমি আছে, চারা গাছ দেওয়া হবে। বনকর্মীদের দক্ষতার ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হবে। ১ম - ১ লক্ষ, ২য় - ৫০ হাজার টাকা।

২৬ ঃ জীবন দিয়ে সন্তান রক্ষায় মা হনুমান ঃ পাঁচটি কুকুর হনুমান বাচ্চাকে আক্রমণ করে। সন্তানকে বাঁচাতে মা হনুমান রুখে দাঁড়ায়। বাচ্চা গাছে উঠে পড়ে। একদল কুকুরের সঙ্গে অসম যুদ্ধে হার মানে। মা হনুমানের মৃত্যু হয়। বাবু সেখ হনুমান বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু মাকে কাছে না পেয়ে খেতেই চাইছে না।

২৭ ঃ সারমেয়দের হোটেল ঃ থাকছে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। যারা পোষ্য কুকুর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যেতে পারেন না তাদের জন্য প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে পোষ্য কুকুরদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের হোটেল। বাড়ির মতোই এখানে সবরকম সুবিধা পাবে। থাকবে মেডিক্যাল টিম। রাখা হবে সুইমিং পুল, স্যাক্স উপভোগ করার জন্য ক্যাফে, ব্যালকনি। মেনুতে থাকবে মাংস ভাত, প্যানকেক, আইসক্রিম সহ অন্যান্য খাবার।

টুকরো খবর

পুজোর খরচ বাঁচিয়ে সমাজসেবা

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ সোনারপুরের সাত তরতাজা যুবক। বয়স ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে। কেউ সরকারি চাকরি করেন, কেউ করেন ব্যবসা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর প্রবল ইচ্ছা, মনের জোর। কিন্তু চাকরি ও ব্যবসার অর্থ বাঁচিয়ে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানো কঠিন। তার মধ্যে দুর্গাপুজোয় নিজেরা আনন্দ ফুর্তি না করে, নতুন পোশাক না পরে, পরিবারের কেনাকাটা কমিয়ে সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার মান উন্নয়নে নাচ, গান, কবিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করল ওই যুবকরা। সুন্দরবনের বাসন্তীর নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতি দুঃস্থ ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুজোয় নতুন জামা প্যান্ট দিয়ে তাদের সঙ্গে আনন্দে সামিল হল ওরা। যুবকরা পয়সা বাঁচিয়ে আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া সরঞ্জাম কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ওদের সভাপতি পিন্টু মণ্ডল জানিয়েছেন, ওরা সাত বন্ধু মিলে গঠন করেছেন 'হাইওয়ে গ্রুপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। গত তিন বছর নিজেদের আয় থেকে বাঁচিয়ে কিছু অর্থ ওরা দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের নতুন পোশাক, শিক্ষা সরঞ্জাম ও চিকিৎসায় ব্যয় করে খানিকটা সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ওদের যোগাযোগ, পিন্টু মণ্ডল - ৮৭৭৭৩৫৩২১৯।

সুন্দরবনের বাঘ ঃ জুন ২০১৮

জুন-২০১৮

৮ ঃ ঝড়েশ্বর মণ্ডলকে কুমিরে নিল ঃ পাথরপ্রতিমার বনশ্যামনগরের উত্তর গঙ্গাপুরের ঝড়েশ্বর মণ্ডল, স্ত্রী শিবানীকে সঙ্গে নিয়ে মীন ধরছিলেন বাড়ির পাশের জগদ্দল নদীতে। পিছন থেকে একটি কুমির তাকে আক্রমণ করে। ঝড়েশ্বরবাবুর আর্ত চিৎকারে সবাই ছুটে আসে। এখন গ্রামবাসী ও পুলিশের সহায়তায় ওই মৎস্যজীবীর খোঁজ চলছে। দুদিন পরে দেহ উদ্ধার হয়।

১৮ ঃ অনুকূলকেও কুমিরে নিল ঃ নদীতে মাছ ধরার সময় কুমিরে টেনে নিয়ে যায় মৎস্যজীবী অনুকূল মাইতিকে (৫০)। সত্যদাসপুরের বাসিন্দা। বনদপ্তর ও গোবর্ধনপুর উপকূল থানার পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ মৎস্যজীবী।

সাপে কেটে মৃত্যু জুন ২০১৮

৩০.৫ ঃ কল্যাণী সাঁতরা (৪৮) প্রয়াত ঃ সর্পাঘাতে মৃত্যু। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়ায় গোঘাটা থানার নাবাসনের গৃহবধূকে। আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জুন-২০১৮

১.৬ ঃ প্রয়াত আলো সহিস (১৯) ঃ রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের ছোবলে মারা গেলেন পুরুলিয়ার আড়াশা থানার রাজপতি গ্রামের গৃহবধূ। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

৪ ঃ মার্গারাম মাহাতো (৫৩) প্রয়াত ঃ সর্পাঘাতে মৃত্যু। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার রেলাডি গ্রামের বাসিন্দা। বিষধর সাপে কামড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

৫ ঃ তিনটি সাপ উদ্ধার ঃ উদ্ধারকারী কোচবিহার স্নেক রেসকিউ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্য তপনকুমার দেব বলরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তিনটি সাপ উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ছেড়ে দেন।

৭ ঃ সাপ নিয়ে হাসপাতালে ঃ সিউড়ির বারুইপাড়ার অভিজিৎ মালকে বাড়িতেই সাপে কাটে। সেটিকে ধরে রোগীর সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সর্পবন্ধু দীনবন্ধু বিশ্বাস ঘটনাস্থলে এসে সাপটিকে নিয়ে যান।

১১ ঃ অঙ্কিতা মাহাত (২) প্রয়াত ঃ পুরুলিয়ার বোরো থানার আগুইবিল গ্রামে বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হল ঘুমন্ত শিশুর। প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভোররাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

১৬ ঃ সুস্মিতা সাঁতরা প্রয়াত ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল। গোঘাট দ্বারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা। প্রথমে কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

★ মৃত শিশুকে ভেলায় ভাসালো ঃ সাপের ছোবলে মৃত শিশুকে ভাসানো হল ভেলায়। ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার কুঁই গ্রামের বাসিন্দা বাপি খাঁর মেয়ে অনুকে (৪) রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়ায়। পরদিন সকালে বমি করতে শুরু করে। প্রথমে বিনপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে মেদিনীপুর মেডিক্যাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। ভেলাতে মরা সাপের সঙ্গে অনুকে কংসাবতী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সেই সময় গুণিনের সংবাদ পেয়ে, নদী থেকে মৃতদেহ তুলে তিন দিন ধরে চল গুণিন ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক। কিছু না হওয়ায় আবারও দেহটিকে ভাসিয়ে দেয়। শেষে লালগড় থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে।

১৭ ঃ পূজা দত্ত (১৪) মারা গেল ঃ পুরুলিয়ার কোটশিলা থানার মুরগুমা এলাকায় ঘুমের মধ্যেই সাপে কাটে। মারা যায় ব্লক হাসপাতালে।

১৯ ঃ অরুন মিত্র (৫৫) মারা গেল ঃ ধনেখালির বহরমপুরের বাসিন্দা। ঘুমের মধ্যে সাপে কামড়ায়। সকালে দ্রুত তারকেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর ওখানে মারা যায়।

★ অজগর খেল এক নারীকে ঃ ইন্দোনেশিয়ায় সুলাওয়েসি প্রদেশের মুনা দ্বীপের বাসিন্দা ওয়া থিবা (৫৪) সকালে বাড়ির কাছের সবজি ক্ষেতে গিয়ে ৩২ ফুট লম্বা বিশাল আকৃতির ডোরাকাটা প্রজাতির এক ভয়ঙ্কর অজগর সাপের শিকার হন। তাঁকে খুঁজতে গিয়ে ওই পেট মোটা বিশাল অজগরকে দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। তাদের সন্দেহ হয়। সাপটিকে মেরে তার পেট চিরে বের করে আনেন পূর্ণবয়স্কা একজন নারীর অক্ষত মৃতদেহ।

২০ ঃ সলিতা দাস (১৮) মারা গেল ঃ সুতি থানার প্রসাদপুর গ্রাম। আনাজ কেটে সিঁড়ির নীচে বঁটি রাখতে গেলে তাকে সাপে কামড়ায়। মহেশাইল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

★ গোখরোর ছোবলে প্রাণ গেল প্রভু ভক্ত ব্রেভের ঃ গোঘাটের কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভিতরে উদ্ধার হয় মঠের পোষ্য সারমেয় ব্রেভ-এর রক্তাক্ত মৃতদেহ। পাশেই পড়েছিল গোখরো সাপের ছিন্নভিন্ন দেহ। দুজনেই একে অপরকে কামড়ে মেরেছে। নিজের জীবন দিয়ে প্রভুভক্তির নিদর্শন রেখে গেল ব্রেভ। বয়স হয়েছিল ১০ বছর।

২১ ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হল পুষ্পা পরজা মাহালির (৩৮) ঃ জলপাইগুড়ির নাগরকাটা ব্লকের লুকসান চা বাগানে মহিলা চা শ্রমিক। রান্নাঘরে সাপে ছোবল মারে। প্রথমে বাগান হাসপাতালে, ডাক্তার চিকিৎসা না করে দু'ঘণ্টা রাখার পর সুলকাপাড়া হাসপাতালে রেফার করে। সেখান থেকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হলে পথেই মৃত্যু হয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেয়েই মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগে শ্রমিকেরা চিকিৎসকের অপসারণের দাবিতে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

২২ ঃ জাহাঙ্গীর সেখ ও তার মেয়ের মৃত্যু হল ঃ মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার রানিদিঘির বাসিন্দা জাহাঙ্গীর সেখ ও তার দেড় বছরের মেয়ে মাবশুরা খাতুন ঘুমাচ্ছিল। ভোরে তাদেরকে সাপে কামড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। ওখানেই দুজনার মৃত্যু হয়।

২৩ ঃ মঞ্জু লেট (৪৭) প্রয়াত ঃ বর্ধমানের রায়ানের বাসিন্দা। বাড়িতে ভোরে ঘুমের মধ্যে সাপে কামড়ায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওখানে মারা যান।

★ বুল্টি বাউড়ি (১৫) মারা গেল ঃ সালানপুরের এথোড়া গ্রামের বুল্টিকে রাতে বাড়ির উঠোনে সাপে কাটে। গ্রামের গুণিনের কাছে নিয়ে যায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে তার মৃত্যু হয়।

★ সনাতন মণ্ডল (৪৫) মারা গেল ঃ হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের সুলতানপুরে সাপের কামড়ে মারা গেলেন। কিছু একটা কামড়ালে তিনি নিজের স্ত্রীকে সেকথা জানান। স্ত্রী দেখেন একটি কেউটে সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই সাপটিকে মেরে সনাতনকে উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

★ জগন্নাথ বিশ্বাস (৫১) প্রয়াত ঃ সাপের ছোবলে মৃত্যু হল। মরুটিয়ার জোতদর্প নারায়ণ গ্রামের বাসিন্দা। সন্ধ্যায় গোয়ালে সাপে ছোবল মারে। করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। **এরপর ১৫ পাতায়**

বাসন্তীতে বস্ত্র বিতরণ

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ পুজোর প্রাক্কালে বাসন্তী হাইস্কুলের পার্শ্বস্থ ময়দানে দুঃস্থদের মুখে হাসি ফোটাল এক বহিরাগত স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের নেতৃত্বে ও যোগাযোগে এই বস্ত্রদান অনুষ্ঠান হল গত ৩ অক্টোবর। মোট ২০০ জনকে বস্ত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সমাজসেবি আসরাফ আলি খাঁ, প্রাক্তন কলেজকর্মী অরুন বোস, উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিতুরাম ঢালী প্রমুখ।

বাসন্তীতে ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগে ফুটবল

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ বাসন্তীর মূল ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগে সেন্ট জেভিয়ার্স মাঠে গত ৩০ সেপ্টেম্বর হয়ে গেল একদিনের (৮ দলের) ফুটবল টুর্নামেন্ট। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেসার পর্ব উপলক্ষে ৯ দিনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পর সমাপ্তি অনুষ্ঠান ফুটবল খেলা দিয়ে শেষ হয়। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় রাধাবল্লভপুর সমিতিপাড়া। রানার্স সেন্ট টেরেসা যুবকবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন মহামান্য বিশপ সালভাদর লোবো, পুরোহিত অরূপ বর, পারুল মণ্ডল (গ্রাঃপঃ প্রধান), তাপস মণ্ডল (সদস্য, পঃ সমিতি), অসিত পিল্লাই, শিক্ষক অতনু গায়েন, প্রভুদান হালদার প্রমুখ।

ওগো মা

সাহিনা সরদার

ওগো মা তুমি আমার হৃদয়, তুমি আমার জান
তুমি আমার বাঁচার আশা, তুমি আমার প্রাণ
তুমি আমার দূরের দিশা, তুমি আমার আশা
তুমি আমার মন ময়ূরী, তুমি আমার ভাষা
তুমি আমার আশার খনি, আমার ভালোবাসা
তুমি আমার চোখের মনি, আমার বুকের বল
তোমায় ছাড়া থাকতে আমি, পারি না ক্ষণকাল।
মায়ের মাঝে কি যে আছে কেউ তো জানেনা
মাকেই ছাড়া তো আমি থাকতে পারি না
তুমি রবে চিরদিন নিরবে আমার মনে
পারবে না কেউ কেড়ে নিতে, মন থেকে মুছে দিতে।

দোলপূর্ণিমা

মণীষা মণ্ডল

রঙে ভরে গেছে
বসন্ত এসেছে।
লাল, নীল, হলুদে
সূর্যের আলোতে।
দোলপূর্ণিমা এসেছে,
মনে রং লেগেছে।
নাচ গান করি সব
এ এক মহাউৎসব।
একবার আসে বছরে
তাই বলি সবাই রং মাখোরে।

প্রকৃত বন্ধু

কমলাকান্ত জানা

ফুটিয়াছে সরোবরে কোমল-নিকোবর,
ধারিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর,
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুর স্বরে,
কেমনে পুষ্পে তাঁরা মধুপান করে,
কিন্তু এরা হারাইবে একদিন যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন?
আশায় বঞ্চিত হয়ে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝংকার,
সু-সময় অনেক বন্ধু বটে হয়,
অ-সময় হায় হায় কেহ কারও নয়,
কেবল ঈশ্বর মাত্র বিশ্বপ্রতি যিনি,
সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি!!

আত্মরক্ষা

তথাগত চক্রবর্তী

কোমরে ঘুনসি জড়ানো নতুন তারা
এ গ্রামে সে শহরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

তার কচি কচি লোমগুলোতে তার মা
লতানো যুদ্ধের ট্যাঙ্ক নকশা করে দিয়েছে।

সাবধান খোকা, ওরা কমিউনিস্ট বিদ্বেষী।

তাই তুই আত্মরক্ষা করবি।

তোর বাবা আমার গর্ভে একটা লাল পতাকার
অহংকার বপন করেছিল।

গলায় তোর যত্ন করে ধানের শিস পরিয়ে দিলাম।

যাতে তোকে আলাদা করে চেনা যায়।

রায়মঙ্গল

জগবন্ধু বিশ্বাস

রায়মংগল কখনো ভাবায়নি,
তার নিটোল দেহে শান্ত প্রবাহ,
দু'পারে সবুজ জংগলে জীবন কথা কয়
ক'দিন ধরে আকাশের মুখ ভার!

মানুষের মনে আশংকা
রায়মংগলের ভয়ংকর রূপ
উদ্বেগ বাড়ে মানুষের,
বাঁধের উপর জড়ো হয় জীবন
শয়ে শয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি পড়ে,
কোদাল চলে দুর্দম বেগে,

মাটি দিতে গিয়ে আশুও একদিন
রায়মংগলের খোরাক হয়ে গেল।

কেমন আছো রানু?

অশোক পাল

সামনাসামনি কখনো দেখিনি
তবু, প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছি,
রানু লিখেছে,
একটিবার এসো!
সকাল আটটা দশে ভাগীরথী এক্সপ্রেস
কৃষ্ণনগর স্টেশনে একনম্বর প্লাটফর্মে,
গমগম করছে স্টেশন চত্বর
লম্বা ভিড়ের শেষে ওভার ব্রীজের নীচে
চাঁদপানা রানু একা! অপরূপা!
এগানোর সাহস হয়নি
আকাঙ্খার গলা টিপে ধরি।
পরে রানু লিখেছিল,
ভিরু-কাপুরুষ! ইত্যাদি ইত্যাদি ...
আজ অনেক বছর পর জীবন সায়াহ্নে
ভালোবাসার গন্ধ মাখা সেই চিঠি
খুঁজে পেলাম! ... রানু আর
চিঠি লেখেনি। কেমন আছো রানু?

বসন্তের সুবাস

বৈশালী মণ্ডল

বসন্তের বিকেলবেলায়,
মৃদুমন্দ বাতাস বইছে
গাছে গাছে কোকিলেরা
মিষ্টি সুরে গান গাইছে;
এ যে এক আগাম বার্তার সংকেত
আসছে হোলি খেলা
চারিদিক রঙিন হবে
ভাসবে রঙের ভেলা।

আইনি অধিকার - ২৬

৪৯৮এ ধারার অপব্যবহারে এবার লাগাম

★ ৪৯৮এ ধারায় অভিযুক্ত হলেই বহু নিরপরাধীর সাজা হত। তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কোন মহিলা পুলিশের দ্বারস্থ হলেই শ্বশুরবাড়ির যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা যাবে না। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ৪৯৮এ ধারায় মামলা করা হলে তা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক ওয়েলফেয়ার কমিটি গড়তে হবে। কমিটি অযিোগের সত্যাসত্য যাচাই করবে। ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেবে। শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার ও পণ নিয়ে মামলা করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা যাবে না জানিয়ে দিল সুপ্রিমকোর্ট। **(২.১১.১৭)**

হনলুলুতে রাস্তায় স্মার্টফোন নিষিদ্ধ

★ স্মার্টফোন খুব সহজেই মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেসেজ করতে করতে বা গেম খেলতে খেলতে রাস্তায় চলার অভ্যাস আছে তাহলে বদলে ফেলুন এক্ষুনি। এবার থেকে রাস্তায় হাঁটার সময় সেটার জন্য জরিমানা দিতে হবে। পুলিশ তাকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এমন ঘোষণা আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার হনলুলুতেও এই ঘোষণা করা হয়েছে। আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ফোন ব্যবহার করতে করতে পথ চলতে গিয়ে ৬ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ফলে আমেরিকায় ১৯৯০ সাল থেকে ফোন ব্যবহার করতে করতে রাস্তা হাঁটা নিষিদ্ধ। **(২৬.১০.১৭)**

সাপে কেটে মৃত্যু জুন ২০১৮

বারো পাতার পর

সেখানে প্রতিষেধক না থাকায় রেফার করা হয় বহরমপুর। নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

২৪ ঃ পিযূষ দে (১৯) মারা গেল ঃ আরামবাগের সালেপুর ১ পঞ্চায়েতের লালুরচক গ্রামের বাসিন্দা। ভোরে পীযূষকে সাপে কাটে। তখনই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

২৫ ঃ কুসুম ঘোষ মারা গেল ঃ ভরতপুর থানার মধুপুর গ্রামে সাপে ছোবল মারে। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুক করান হয়। পরে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে মারা যায়। মৃতদেহ মর্গে ঢোকানোর আগে বহির্বিভাগে পাশে রাখা ছিল। আত্মীয়দের তখনও বিশ্বাস মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা ওঝার আছে। তাই সরকারি হাসপাতালেই ওঝা ডেকে ফের শুরু হয় ঝাড়ফুঁক।

চোরা বাজারে বিক্রি হয়। ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল বারুইপুর থেকে কোবরা সাপের বিষের ৬টি কাচের পাত্র সমেত এক ব্যক্তি ধরা পড়ে। ৬টি বিষের পাত্রের চোরাবাজারে মূল্য কমবেশি ২৫ লক্ষ টাকা।

২৫ ঃ ডিম ফুটিয়ে সাপ সংরক্ষণ ঃ অনন্য নজির। ক্লাস মাস্টারমশায়ের পরামর্শ অনুসারে, অজয়পুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র হাফিজুলের বাবাকে যখন সাপে কামড়ায়, সবার বিষ ঝাড়ার পরামর্শে আমল না দিয়ে, স্যারের কথামতো চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে খড়ের গাদায় ৩৫টি সাপের ডিম দেখে আতঙ্কিত গ্রামবাসী সাপটিকে ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। ডিমগুলি নিয়ে যান বাড়িতে। ডিম ফোটার কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে দুমাস ধরে তাদের লালন করেন। অবশেষে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে তাদের বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক দীনবন্ধু বিশ্বাস।

৩০ ঃ সাপে কেটে ঝোরো প্রামাণিক মৃত ঃ বারুইপুরের উত্তরভাগ নিমতলায় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড় খায় ঝরো প্রামানিক (৫০)। কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান।

জীবিকা - ৭

মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় ভ্যাট

★ মৎস্যমন্ত্রী জানান মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় হাতে দেওয়া হচ্ছে 'ভ্যাট' যন্ত্র। মাছ ধরতে গিয়ে বিপদে পড়লে জানা যাবে কোথায় কি অবস্থায় আছে। এ পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৭০ জন মৎস্যজীবী পরিচয় পেয়েছেন। **(২৩.২.১৮)**

টুকরো খবর

ব্রাজিলের দ্বীপে ১২ বছর পর শিশুর জন্ম

★১২ বছর পরে ব্রাজিলের ফার্নান্দো দে নরোনহা দ্বীপে শিশুর জন্ম হল। দ্বীপের বাসিন্দা তিন হাজার। জীব বৈচিত্র্যের কারণে দ্বীপটি ২০০১ সাল থেকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় রয়েছে। দ্বীপটিতে সন্তান প্রসব নিষিদ্ধ। সেখানে একটিমাত্র হাসপাতাল। প্রজনন, স্বাস্থ্য বিভাগ নেই। কোনও ধরনের জটিলতা তৈরি হওয়ার ভয়ে প্রসবের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দ্বীপটি প্রশাসনের অধীনে নেই। যা বিশ্বে বিরল। প্রাণী সংরক্ষণের জন্যেও দ্বীপটিতে জনসংখ্যা কম রাখার ব্যাপারে সরকারি চাপ রয়েছে। সন্তান জন্ম দিয়ে আইন অমান্য করলেও সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছেন। **(২.৬.১৮)**

হাঙ্গেরির আশ্চর্য ভাসমান গ্রাম বকোড

★ এটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ইউরোপের হাঙ্গেরির রাজধানী বুডাপেস্ট থেকে ৮০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম বকোড। ১৯৬১ সালে তৈরি হয়েছিল। এটি একটি কৃত্রিম লেক। প্রাকৃতিক জলাশয় নয়। এই ভাসমান গ্রামটি তৈরি করেছে, ঐ দেশের বিখ্যাত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা 'ওরোজলানি থার্মাল পাওয়ার' কোম্পানি। উদ্দেশ্য লেকের ঠাণ্ডা জল গরম করে পুনরায় লেকে ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে না বরফ হয়ে যায়। **(৭.১১.১৮)**

দেবতাদের সম্পত্তি

★ **১) তিরুপতি ঃ** তিরুপতি মন্দিরে রয়েছেন বিশ্বের অন্যতম ধনী দেবতা ভেঙ্কটেশ্বর। তিনি প্রতি বছর পান প্রায় ১.২ টন সোনা। নিজে এক হাজার কেজি সোনায় মোড়া। রত্নভাণ্ডারে সোনাদানা গয়নাগাটির ওজন ৩৫০ টন। ২০১৬-র হিসেব বলছে, নগদ টাকায় দেওয়া দক্ষিণার পরিমাণ ছিল ৯৫৯ কোটি টাকারও বেশি। লাড্ডু থেকে আয় বছরে প্রায় ১১ কোটি। **২) কেরলের পদ্মনাভস্বামী ঃ** ৭ জুলাই, ২০১১। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে খোলা হয়েছিল কেরলের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার। পাওয়া গিয়েছিল বস্তাভর্তি হিরে, আড়াই কেজি ওজনের ১৮ ফুট লম্বা সোনার হার, ৫০০ কোটি টাকা দামের বিষ্ণুমূর্তি। **৩) পুরী ঃ** ২০০৭-এ হিসেব মোতাবেক পুরীর রত্নভাণ্ডারে গচ্ছিত সম্পত্তির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকারও বেশি। মাদলা পাঁজি বলছে, ওড়িশারাজ অনঙ্গ ভীমদেব নিজেই আড়াই লক্ষ সোনার মোহর দান করেছিলেন। ১৯৫২-র সরকারি নথি অনুযায়ী, জগন্নাথদেবের বাইরের ভাণ্ডারে ছিল শ-দেড়েক সোনার গয়না। সেগুলোর মধ্যে তিনটি হার রয়েছে যেগুলোর প্রতিটির ওজন ১৫ হাজার ৪০ কেজিরও বেশি। তিনটে সোনার মুকুট। **৪) শিরডিতে সাঁইবাবার ঃ** ৩১ মার্চ ২০১৩-র অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী গয়নাগাটি মণিমাণিক্যের মূল্য ৫০ কোটিরও বেশি। স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৬২৭ কোটি ছাড়িয়েছে। বছরে ২০৬ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের প্রণামি জমা পরে। **৫) মুম্বইয়ের সিদ্ধি বিনায়ক ঃ** দানপাত্রে জমা পড়ে সেলিব্রিটিদের প্রণামি। বছর শেষে জমা পড়ে প্রায় ৪৮ কোটি থেকে ১২৫ কোটি টাকা। প্রায় দেড় টন সোনা মজুত এখানকার রত্নভাণ্ডারে। ২০০০-২০১৪, এই কালপর্বে প্রায় ১১৩ কেজি সোনা প্রণামি হিসেবে জমা পড়েছে।

AAJKER BASUNDHARA ◆ VOL.-8, NO. 1 & 2 ◆ NOV.-DEC. 2018 ◆ MONTHLY ◆ REGD. RNI NO. WBBEN/2011/41525 ◆ RS. 2.00

রাজ্য সরকারের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

পরিচালনায় ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উৎকর্ষ বাংলা (PBSSD) এর অধীনে এতদাঞ্চলের যুবক যুবতীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের এখানে। বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থানে থেকে বেকারত্বের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানব সম্পদকে বাঁচাতে ও স্বাবলম্বী করতে সরকারের সাথে যৌথভাবে আমাদের সংগঠন নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে কিভাবে এই বেকরাত্ব দূরীভূত করে সমুদয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়া যায়।

উদ্দেশ্য

● পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বনির্ভর করা। ● তথ্য ও প্রযুক্তিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। ● ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা। ● আন্তর্জাতিক মানের সরকারি সার্টিফিকেট প্রদান করা। ● সরকারি লোন ও চাকরিতে বিশেষ সহযোগিতা করা। ● কোর্স শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত স্টাইপেন্ড সরাসরি এ্যাকাউন্টে প্রদান করা। ● কৃষক সমাজকে আরো উন্নত করা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করা।

কোর্স সমূহ

১। কম্পোস্ট সার তৈরি ২। জৈব বা অর্গানিক চাষ ৩। সেলাই প্রশিক্ষণ
৪। ছুতোর প্রশিক্ষণ ৫। ইলেকট্রিকের প্রশিক্ষণ

শর্তাবলী

১। বয়স হতে হবে ১৪ বছর বা তার বেশি।

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম বা তার বেশি (কোর্স অনুযায়ী)।

৩। আধার কার্ড ৪। দুই কপি পাসপোর্ট ফটো।

৫। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট বই এর জেরক্স ৬। সর্বোচ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।

যোগাযোগ ঃ- জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩১২

মোবাইল- ৯০৯১২০২৮৩৮ / ৮০১৬৭২৮৯৮৮ / ৮০১৬৩৭৭৪৬৬

বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন

ভর্ত্তি চলছে

একটি আদর্শ ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রচ্ছদ - দিব্যেন্দু মণ্ডল, পোষ্ট ও গ্রাম - জ্যোতিষপুর, থানা - বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন - ৮৬০৯৯৭১৭৭৩

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134
● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com ●
EDITOR : PRABHUDAN HALDAR